রাঁচি, সোমবার

02:10:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>002 >>14 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০০২ >><< ১৪ই, আশ্বিণ ১৪৩০>>

দিল্লির আন্দোলনে কলকাতার লোক কেন?

কলকাতা (স্যমন্তক ঘোষ)ঃ আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলনে নামবে তৃণমূল। লোক আসছে কলকাতা থেকে।

সোমবার রাজধানীতে বিরাট আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূলের অঘোষিত দুই নম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও শেষ মুহূর্তে তাকে পরিকল্পনায় কিছু বদল আনতে হচ্ছে। কারণ আস্ত একটি ট্রেন ভাড়া করে কর্মীদের দিল্লিতে আনার কথা ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রেল তৃণমূলকে সেই স্পেশাল ট্রেন দিচ্ছে না। যা নিয়ে রেলের সঙ্গে নতুন করে বিবাদ শুরু হয়েছে তৃণমূলের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য জানিয়েছেন, রাজ্যের সমস্ত এমপি, এমএলএ এবং পঞ্চায়েত প্রধানেরা এই আন্দোলনে অংশ নেবেন। ২ এবং ৩ অক্টোবর দিল্লির রাজপথে এই আন্দোলন হবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে। কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে ন্যায্য টাকা দেয় না, অভিযোগ এমনই।

অভিযোগ নতুন নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূলের প্রায় সমস্ত পর্যায়ের নেতা মন্ত্রীরাই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলেন। বস্তুত, এর আগে পশ্চিমবঙ্গে যখন বামেদের শাসন ছিল, তখনো কেন্দ্রের তৎকালীন সরকারগুলির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ বারংবার তুলেছে রাজ্য। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের অন্য রাজ্যগুলিও মাঝেমধ্যেই এমন অভিযোগ তোলে।

কেন্দ্র আবার অভিযোগ করে, রাজ্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দেয় না। কেন্দ্রের টাকা ফেরত যায়। চক্রবৎ এই অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ ইতিহাসের কালস্রোত বেয়ে চলতে থাকে।

তৃণমূলের নেতারা, এমপিরা আগেও দিল্লিতে এই অভিযোগ নিয়ে আন্দোলন করেছেন। অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন। তাদের করার অধিকার আছে, কারণ, তারা পার্লামেন্টের সদস্য। কিন্তু আগামী আন্দোলনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে পরিকল্পনা করেছেন, তা অভূতপূর্ব। রাজ্যের সমস্ত এমএলএ এবং পঞ্চায়েত প্রধানদেরও তিনি দিল্লিতে নিয়ে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরো মানুষকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা তাদের ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরিকল্পনা কিছুটা ছোট করতে হয়েছে। অভিষেককে ৩ অক্টোবর ইডি ফের তলব করেছে। অভিষেককে ৩ অক্টোবর ইডি ফের তলব করেছে। ২ তারিখ দিল্লি থাকলেও ৩ তারিখ তিনি দিল্লিতে বিক্ষোভে নাও থাকতে পারেন। উপরন্তু ট্রেন না পাওয়ায় সকলকে দিল্লি আনা যাবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জাতীয় নির্বাচনের আগে অভিষেকের দিল্লিতে এসে এই আন্দোলন যে একটি রাজনৈতিক চমক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন আন্দোলনের সম্পূর্ণ অধিকার আছে তার এবং তার দলের। কিন্তু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের তিনি এই আন্দোলনে শামিল করতে পারছেন না কেন? এখনো পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে, ইন্ডিয়া জোটের কোনো দলই তৃণমূলের এই আন্দোলনে থাকছে না। স্বয়ং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীও নন। কংগ্রেসের জাতীয় নেতারাও নন। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতেই কি রাজ্য থেকে লোক 'ভাড়া' করে আনতে হচ্ছে অভিষেককে?

২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে এমনই এক বিরোধী জোট তৈরি হয়েছিল। অ কংগ্রেসি ও অ বিজেপি সেই জোটের অন্যতম নেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির কুর্সি দখলের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় দিল্লির রামলীলা ময়দানে আন্না হাজারের ঐতিহাসিক আন্দোলন চলছিল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সেই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেখান থেকেই তার রাজনীতিতে উত্থান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মঞ্চে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। মনে করা হয়েছিল, ওই মঞ্চ থেকেই জাতীয় নির্বাচনের মুখ হয়ে উঠবেন মমতা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছিল, মমতার সভায় মাছি তাড়ানোরও লোক ছিল না। সভার পরিস্থিতি দেখে আন্না হাজারেও শেষপর্যন্ত সভায় আসেননি।

পাকিস্তানে বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৯
পাকিস্তানের মন্ত্রীর ভারতকে দোষারোপ

লাহোর ঃ শনিবার পাকিস্তানের একটি মসজিদে বড় একটি বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৯ হয়েছে। সরকার অপরাধীদের খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এর সাথে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার জড়িত থাকার অভিযোগ করেছে।

শুক্রবারের বিস্ফোরণটি বেলুচিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশে মাস্তুং'এর একটি মসজিদের মধ্য দিয়ে আঘাত করে। একজন বোমারু পুলিশের গাড়ির কাছে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেখানে লোকজন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)'এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি মিছিলের জন্য জড়ো হয়েছিল। বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি গণমাধ্যমকে বলেন, মাস্তুং আত্মঘাতী বোমা হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে বেসামরিক, সামরিক এবং অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে হামলা চালাবে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং'এর উল্লেখ করে তিনি বলেন, আত্মঘাতী বোমা হামলায় ' জড়িত। তিনি তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো বিবরণ দেননি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এবং সরকারের একজন মুখপাত্র মন্তব্যের অনুরোধের তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেননি। বেলুচিস্তানের স্বাস্থ্য বিভাগের মুখপাত্র ওয়াসিম বেগ বলেন, শুক্রবার থেকে হাসপাতালে আরও সাতজন মারা গেছেন, আরও আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শুক্রবার উত্তর খাইবার পাখতুনখোয়ায় একটি মসজিদে দ্বিতীয় হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। কোন হামলার দায়ই কোনো গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে জঙ্গি হামলার বৃদ্ধি জানুয়ারির জাতীয় ভোটের আগে নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচারণার ওপর ছায়া ফেলেছে, তবে এখন পর্যন্ত আক্রমণগুলোর বেশিরভাগ নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে।

ওয়াগনার গ্রুপের প্রাক্তন চিফ অফ স্টাফের সাথে বৈঠক করেছেন পুতিন

মাস্কো ঃ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে ইউক্রেনের দৈনিক গোয়েন্দা আপডেটে বলা হয়েছে, রাশিয়ার কর্মকর্তারা সাবেক ওয়াগনার গ্রুপের চিফ অফ স্টাফ আন্দ্রেই ট্রোশেভের সাথে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাক্ষাতের ফুটেজ প্রকাশ করেছেন এবং ট্রোশেভকে নতুন স্বেচ্ছাসেবক যুদ্ধ ইউনিট প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছেন। শনিবারের আপডেটে বলা হয়েছে জুলাই মাসে ওয়াগনার যোদ্ধাদের সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহের সময় ট্রোশভ রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন।এতে বলা হয়েছে , ট্রোশেভ অন্যান্য ওয়াগনার কর্মীদের রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজি করাতে সম্ভবত জড়িত। এদিকে শুক্রবার রাশিয়ার সরকারের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা এক নথি অনুসারে, রাশিয়ার সরকার এই শরৎকালে সামরিক পরিষেবার জন্য নিয়োগপ্রাপ্তদের বয়সসীমা ২৭ থেকে ৩০-এ বাড়িয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার লোককে বাধ্যতামূলক ভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বলছে। শুক্রবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ইউক্রেনের অধিভুক্ত অঞ্চলসহ রুশ ফেডারেশনের সকল অংশে এই নিয়োগ শুরু হবে।

বাজার দর

SENSEX : 65828.41 +320.09

NIFTY : 19638.30 +114.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °C	23.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .35 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .40 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদে নিহত ৭০০ জনেরও বেশি

কেয়েটা ঃ পাকিস্তানে জঙ্গিবাদী আক্রমণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শনিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে চলতি বছর প্রথম নয় মাসে ৭০০'র ও বেশি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং অসামরিক লোকজন নিহত হয়েছে। ইসলামাবাদ ভিত্তিক নিরপেক্ষ সেঃটার ফর রিসার্চ এন্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (সিআরএসএস) বেলুচিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুন খোয়া প্রদেশগুলিতে আত্মঘাতী বোমা আক্রমণের পর এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। ঐ হামলায় ৬৯ জন প্রাণ হারান। শুক্রবারের ঐ প্রাণঘাতী সহিংসতার দায় কোন পক্ষই দাবি করেনি। প্রতিবেদনটিতে বলা হয় ২০২২ সালের তুলনায় এ বছর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিহতের সংখ্যা ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী দুটি পাকিস্তানি প্রদেশে হতাহতের সংখ্যা ৯২ শতাংশ। সিআরএসএস বলে, পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী ২০২৩ সালের প্রথম নয় মাসে কমপক্ষে ৩৮৬ জন সদস্যকে হারিয়েছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন ১৩৭ জন সেনা এবং ২০৮ জন পুলিশ সদস্য। এই সংখ্যা গত আট বছরে সব চেয়ে বেশি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সেনাবাহিনীর তত্বাবধানে থাকা আধাসামরিক বাহিনীর ৩৩ জন সদস্য প্রাণ হারান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মিডিয়া শাখা ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশান্স যে সরকারী বিবৃতি ভয়েস অফ আমেরিকা পেয়েছে তার তথ্য উপাত্ত থেকে জানা যায় যে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে এবং বিদ্রোহীদের হামলায় ২১৪ জন সৈন্য ও সেনাকর্মকর্তার প্রাণহানির খবর সেনাবাহিনী নিশ্চিত করেছে।

লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক মহামেডানের

কলকাতা ঃ হারানো গরিমার কিছুটা উদ্ধার করল মহামেডান স্পোর্টিং। টানা তিনবার কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ জয় করল তারা। নয় দশক পর এই নজরকাড়া সাফল্য।

কলকাতার ফুটবল মানে তিন বড় প্রধান মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান। কিন্তু বেশ দীর্ঘ সময় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব তাদের সেই কৌলীন্য খুইয়ে বসেছিল। বাকি দুই প্রধান দলের সঙ্গে লড়াইয়ে তারা পিছিয়ে পড়েছিল অনেকটা। সেই দুঃসময় ক্রমশ কাটিয়ে উঠছে সাদা কালো জার্সির দলটি। ১৯৮১ সালের পর তারা কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ জিততে পারেনি প্রায় চার দশক। আর সেই খরা কাটিয়ে তারা লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করল। দু'বছর আগে কোভিড পরবর্তী সময়ে লিগ জেতে মহমেডান। শুক্রবার সুপার সিক্সের ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসকে হারিয়ে শিরোপা পেল মহামেডান।

কলকাতা লিগে বিদেশি ফুটবলার ছাড়াই দল গড়তে হয়। তাই এই প্রতিযোগিতা বাংলা ও দেশের অন্যান্য রাজ্যের ফুটবলারদের মেলে ধরার সেরা মঞ্চ। তাকে কাজে লাগলেন সাদা কালো শিবিরের ডেভিড, লালরেমসাঙ্গা, তন্ময়রা।

কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে খেলার ১৩ মিনিটে গোল করে মহমেডানকে ১-০ এগিয়ে দেন লালরেমসাঙ্গা। ৩৭ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করেন ডেভিড। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে গোলের লক্ষ্যে ঝাঁপায় মোহনবাগান। মহামেডানের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের টেক্কা দিতে পারেননি সবুজ মেরুনের ফরওয়ার্ডরা। আন্দ্রে চেরনিশেভের প্রশিক্ষণে থাকা মহমেডান জয় ছিনিয়ে নেয়।

লিগের গ্রুপ পর্বে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও ড্র করেছিল মহমেডান। সুপার সিক্সে জয় হাতছাড়া হওয়ার সেই আফসোস মিটিয়ে নিল সাদা কালো। তাদের পরের লক্ষ্য আই লিগ জয়। সেই শিরোপা পেলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে মহমেডান।

মহমেডানের লিগ জয়ের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। ম্যাচের শেষে সমর্থকদের উল্লাস ছিল দেখার মতো। ২১টি গোল করা মিজোরামের স্ট্রাইকার ডেভিড লাললানসাঙ্গাই ছিলেন জনতার নয়নের মণি। এদিনও তিনি গোল করেছেন। ডেভিড বলেন, কখনো মনে হয়নি বড় ম্যাচ নিয়ে চাপে আছি। সবাই ভালো খেলেছে। মিলিত প্রচেষ্টায় জয়। দেশের প্রথম সারির প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার ডেভিডের স্বপ্ন ভারতের জার্সি গায়ে চাপানো।

যে দলটি খেতাব জিতল, তাদের ফুটবলারদের সাদা কালো জার্সি পরানোর পিছনে বড় অবদান মেহরাজউদ্দিন ওয়াদুর। কাশ্মীরি এই ফুটবলার কলকাতার বড় দলে খেলেছেন। মেহরাজের প্রশিক্ষণে ৭-০ গোলে জয় দিয়ে লিগ অভিযান শুরু করেছিল এই ক্লাব। সেই ধারাতেই এসেছে চূড়ান্ত সাফল্য। মহমেডান দল থেকে পরে তাকে সরে যেতে হয়।

লিগ জয়ের উৎসবের মধ্যে মেহরাজের ভূমিকার কথা স্মরণ করছেন ক্লাবের শীর্ষ কর্তারা। তাদের একজন বেলাল আহমেদ বলেন, ''মেহরাজ ভাই ছিল বলেই এমন একটা দল করা গিয়েছে, আজ সদস্যসমর্থকরা আনন্দ করতে পারছেন। সামাজিক মাধ্যমে দলকে শুভকামনা জানাতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন মেহরাজউদ্দিন। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন চেরনিশভের সহকারী সৈয়দ রহমানও। মেহরাজ ও চেরনিশভের মাঝের সময়টুকু দল চালিয়েছেন রহমানই। তাকেই মূল কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্য প্রশিক্ষক বিদেশি চেরনিশভ।

ভারতীয় ফুটবলে এখন বিদেশিদের দাপট, দেশের তারকা হাতে গোনা। তারই মধ্যে শুধু দেশীয় ফুটবলার নিয়ে খেলা হয়েছে কলকাতা লিগে। এটাকে ইতিবাচক বলে মনে করছেন সাদা কালোর অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তন্ময় ঘোষ। তিনি বলেন, দেশের ছেলেরা ভালো খেলছে, এটা বড় কথা। অনেকে সুযোগ পেয়েছে এই লিগে। নজর কেড়েছে কেউ কেউ। এরা কতদিন এই সাফল্য ধরে রাখতে পারে, সেটাও দেখতে হবে। লিগজয়ী মহমেডানের অধিনায়ক সামাদ আলি মল্লিক ডয়চে ভেলেকে বলেন, খুব আনন্দ হচ্ছে এই জয়ে। আমাদের আরো ভালো খেলতে হবে। সামনে আই লিগ আছে। তাতে দেশের ছেলেরা ভালো খেলার আত্মবিশ্বাস পাবে। দলের ফুটবল সচিব, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস উচ্ছ্বসিত।

হামলা রোববারের বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলের আশেপাশে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে

তুরস্কের আঙ্কারায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 'সন্ত্রাসী' হামলা

আঙ্কারা ঃ তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে দুই 'সন্ত্রাসী' বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের বরাতে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম। হামলাকারীদের একজন আত্মঘাতী হয়েছেন।

রোববার তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় পার্লামেন্ট ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ের কাছে বড় ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়েরলিকায়া জানিয়েছেন হামলাকারীরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবেশদ্বারে গাড়িতে করে এসে বোমা হামলা চালিয়েছে। তিনি বলেন, ''সন্ত্রাসীদের একজন নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছে, অপরজনকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।'' বিস্ফোরণের কারণে জ্বলে ওঠা আগুনে পুলিশের দুই সদস্য 'সামান্য আহত' হয়েছেন বলে জানান তিনি।

এই ঘটনার পেছনে কারা আছে সে বিষয়ে আর কিছু বলেননি তিনি। এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ হামলার দায় স্বীকার করেনি। অতীতে কুর্দিশ, কট্টর বামপন্থি সংগঠন এবং ইসলামিক স্টেটের সন্ত্রাসীরা দেশটিতে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। গত বছর এমনই এক হামলায় ইস্তাম্বুলে দুই শিশুসহ ছয়জন নিহত হন। কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি ও সিরিয়ান কুর্দিরা এই হামলার জন্য দায়ী ছিল বলে দাবি করে সরকার।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ানরোববারের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'সন্ত্রাসীরা' কখনও তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে না। তিনি বলেন, ''যে দুর্বৃত্তরা জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকি প্রদান করছে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি এবং কখনও হবে না।''

তুরস্কের গণমাধ্যম জানিয়েছে, রোববারের বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলের আশেপাশে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে। যানবাহনের চলাচল বন্ধ করে দেয়া, পুলিশের বিশেষ বাহিনী মোতায়েনসহ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছে বলেও স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে।

ঘটনার সময়কার ধারণকৃত নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে একটি গাড়ি এসে থামে। তার থেকে একজন নেমে ভবনের সামনে এগিয়ে যান এবং নিজেকেসহ বিস্ফোরণ ঘটান।

টেলিভিশনের প্রকাশিত ফুটেজে ঘটনার পর বোম নিষ্ক্রীয়করণ দলকে ঘটনাস্থলে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। এসময় বিস্ফোরিত গাড়িটির কাছে একটি রকেট লঞ্চার পড়ে থাকতেও দেখা যায়। তবে পরবর্তীতে ঘটনাস্থলের ছবি প্রকাশে গণমাধ্যমের উপর তুরস্কের কর্তৃপক্ষ সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেয় বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। হামলার তদন্ত শুরু করেছে সরকারের প্রধান প্রসিকিউটর।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

চিকিৎসায় গাফিলতিতে এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার বামনগোলা ব্লকের মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিরুদ্ধে

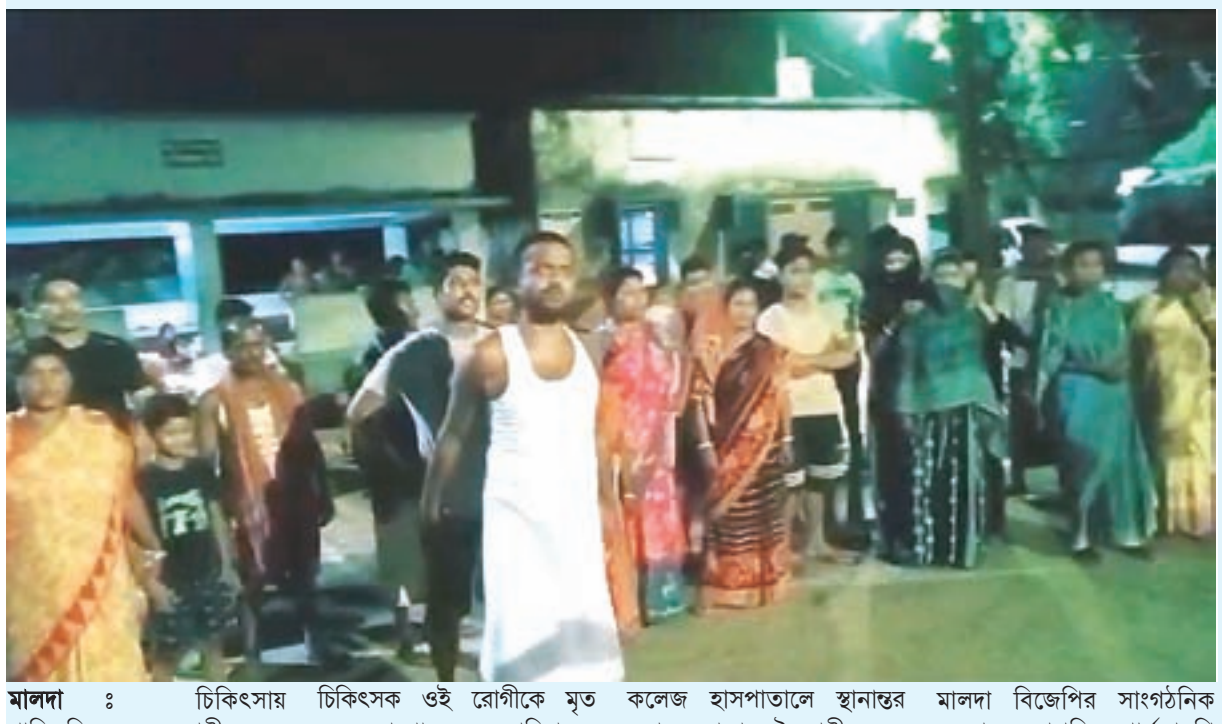

মালদা ঃ চিকিৎসায় গাফিলতিতে এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার বামনগোলা ব্লকের মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। জানা গেছে সোমবার রাতে এক (৩৫) বয়সী মহিলার ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। তার জেরে সোমবার সন্ধ্যায় রোগীর আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীরা হাসপাতালে চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিবারের অভিযোগ ওই মহিলার জ্বর থাকার জন্য স্থানীয় মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করায়। সে সময় চিকিৎসক ইনজেকশন দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েন । তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই রোগীকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসার কারণে মৃত্যু হয় ওই রোগীর। এ বিষয়ে পরিবারের এক সদস্য সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন মুদি পুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসার কারণে তাদের রোগীর মৃত্যু হয়েছে।এ বিষয়ে বামনগোলা বিএমএইএচ সুদিপ কুন্ডু বলেন এক মহিলা গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন সেই সময় রোগীর পরিবারের লোক স্থানীয় চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করায় ঠিক না হওয়ায় সোমবার সন্ধ্যায় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সেই সময় ওই রোগীকে চিকিৎসা শুরু করেন, কিন্তু ওই রোগীর অবস্থা অবনতি হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ওই রোগীকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।পথেয় ঐ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

এই প্রথম মালদা জেলা বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুর্গাপূজা

মালদা ঃএই প্রথম মালদা জেলা বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুর্গাপূজা। আজ খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে যার সূচনা করা হলো। ঢাক কাসর এবং পুরোহিত মশাই দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে আযোজন করা হয়েছিল খুঁটি পূজার। জানা যায় এই প্রথম বার জেলা বিজেপি কার্যালয় পুড়াটুলিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুর্গাপুজো। এদিন এই খুঁটিপূজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইংলিশ বাজারের বিদায়িকা শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, দক্ষিণ মালদা বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী সহ অন্যান্যরা।

আচমকাই বাগানে লক আউট। যার ফলে কর্মহীনের মুখে তিনশোরও বেশি শ্রমিক

জলপাইগুড়ি আচমকাই বাগানে লক আউট। যার ফলে কর্মহীনের মুখে তিনশোরও বেশি শ্রমিক। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানী গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখানী টি প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্ত চাঞ্চল্য।শ্রমিকদের অভিযোগ, গত শনিবার বাগানের অফিসে আচমকাই লক আউটের নোটিশ জারি করে ম্যানেজার। এই বিষয়ে শ্রমিক পক্ষের সাথে কোনো রকম আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে ওই বাগানের সাথে যুক্ত থাকা তিনশোরও অধিক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে বলে শ্রমিক দের দাবী। এমতাবস্থায় সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে বলে তারা জানান। এছাড়াও এদিন বাগানের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে একাধিপত্য, হেনস্তা সহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছে শ্রমিকেরা।এই বিষয়ে বাগানের কারো সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। তবে লক আউটের পর এদিন শ্রমিকদের সাথে দেখা করতে ঘটনাস্থলে যান উত্তরবঙ্গের তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি তপন দে। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এই বাগানে এক ব্রিটিশ শাসন চলছে, এখাকার শ্রমিকদের মজুরি পযর্ন্ত ঠিকঠাক দেওয়া হয় না। এর বিরুদ্ধে অতি শিঘ্রই বাগান খুলে দেওয়ার জন্য আগামীকাল ডেপুটি লেবার কমিশনে এবং আইটিপিএ আবেদন করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। এরপরও যদি বাগান না খোলা হয় তাহলে ওএমসির মাধ্যমে নিজেরাই এর দায়িত্ব নেবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এখন দেখার শেষ পযর্ন্ত কি হয়।

পুরুষ মহিলা কোনো ভাগাভাগি নয়,মহিলা পুরোহিত দ্বারা পূজিত হলো বিশ্বকর্মা

জলপাইগুড়ি ঃ মহিলা পুরোহিতের দ্বারা বিশ্বকর্মা পুজো হলো জলপাইগুড়িতে।শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে সংস্থার অফিসে এই পুজো হয়। পুজো করেন শহরের বাসিন্দা ডালিয়া রায় চৌধরী। এদিন নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পুজোয় বসেন তিনি। প্রায় দেড় ঘন্টা পর পুজো সম্পন্ন করেন।তিনি বলেন, এই প্রথম বিশ্বকর্মা পুজো এখানে করছি, নিয়ম নিষ্ঠা এবং মন্ত্র উচ্চারণে মধ্য দিয়ে পুজো হয়েছে। তবে এর আগে তিনি সরস্বতী পুজো করেছেন।অন্যদিকে সংস্থার সভাপতি অঙ্কুর দাস বলেন, এই প্রথম হয়তো জেলাতে কোনো মহিলা পুরোহিত পূজো করছেন। এটাই আমাদের সংস্থার মূল আকর্ষণ।মহিলাদের আরও সম্মান দেওয়ার জন্য সংস্থার এই উদ্যোগ বলে তিনি জানান।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বচসার জেরে স্বামীর হাতে খুন হতে হলো স্ত্রী কে

শিলিগুড়ি ঃ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বচসার জেরে স্বামীর হাতে খুন হতে হলো স্ত্রী কে। ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি মহকুমা পারিষদ এলাকার শিব মন্দির নারায়ণ পল্লীতে । ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দেড় মাস আগে ভাড়া আসে স্বামী ,স্ত্রী ও সন্তান। এরপরই রবিবার রাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয় অভিযোগ সেই সময় ভারী লোহার ভারী বস্তু দিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করে স্বামী রাহুল কুন্ডু। এতে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে স্ত্রী সোনালী কুণ্ডু। তবে রাত কেটে গেল বিষয়টি কাউকে না জানিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিল অভিযুক্ত স্বামী। স্থানীয়রা স্ত্রীর খোঁজখবর নিলে তিনি নানা আছিলায় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে বিষয়টি ওই বাড়ির ওপর এক ভাড়াটিয়াকে জানায় রাহুল।

খনিবিরোধী মিছিল আদিবাসী মহাসভার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দেউচা পাচামী কোল ব্লকে আদিবাসী উচ্ছেদ করে খনি করা যাবে না - এই দাবিতে রবিবার মহম্মদবাজার ব্লকের হরিনশিঙঘা থেকে মথুয়াপাহাড়ী পর্যন্ত মিছিল করে আদিবাসী মহাসভা । আহ্বায়ক জগন্নাথ টুডু বলেন, ইউসিসি আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে । আদিবাসী উচ্ছেদ করে খনি করা যাবে না । এই দাবিতে হরিনশিঘঙা থেকে মথুয়াপাহাড়ী পর্যন্ত মিছিল করা হয় ।

দেওয়াল পরে মৃত এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - টানা বৃষ্টির জেরে ভেঙে পড়লো বাড়ির দেওয়াল আর তা চাপা পড়ে প্রাণ হারালো বছর আঠাত্তর এক বৃদ্ধ । ঘটনাটি ঘটেছে লাভপুরের উপরডাঙাল গ্রামে । রবিবার সকালে তমালকৃষ্ণ মণ্ডল নামে ঐ বৃদ্ধ বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর ঠিক তখনই দুর্ভাগ্যবশত তাঁর উপরেই ভেঙে পড়ে মাটির দেওয়ালটি । দেওয়াল ভাঙার শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা । আর তারপর মাটি সরিয়ে দ্রুততার সঙ্গে ঐ বৃদ্ধকে উদ্ধার করলেও হয়নি শেষরক্ষা ততক্ষণে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি । দুর্ঘটনার পর নিয়ম অনুযায়ী খবর দেওয়া হয় পুলিশে আর তারপরেই মৃতদেহ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় । ঘটনার পর রীতিমতো শোকের ছায়া নেমে এসেছে সমগ্র গ্রামে ।

কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার

ডায়মন্ডহারবার ঃ মন্দিরবাজারে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার তদন্তে নেমে অবশেষে দুই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করল মন্দিরবাজার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সাহারুল হালদার ও ইউনুস হালদার । ধৃতদের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা রুজু করেছে মন্দির বাজার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে সাহারুল হালদারকে হটুগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর পাশাপাশি ইউনুস হালদারকে সংগ্রামপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে মন্দির বাজার থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে।ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ডি,৩৪২,৫০৬,৩৫৪,৩৪ আই পিসি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে।অন্যদিকে, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের ঘটনা ইতিমধ্যে নির্যাতিকার পরিবারকে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে নির্যাতিকার পরিবার। নির্যাতিকার পরিবার জানিয়েছে, এই ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তের পরিবার তাদেরকে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে ইতিমধ্যে আতঙ্কিত রয়েছে আমরা। আইনের উপর ভরসা আছে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে।

চাষের জমি থেকে যুবকের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, পরিবারের দাবি তাদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে

নদীয়া নদীয়ার ভালুকা বাসোডাঙ্গা নতুনপাড়া এলাকায় চাষের জমি থেকে, এক যুবকের পচা গলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। সূত্রের খবর, রবিবার বিকেলে মাছ চাষিরা নদীতে যাওয়ার পথে ওই চাষের জমি থেকে পচা গন্ধ বের হতে দেখেন । তারপর তারা সেখানে গিয়ে দেখেন এক যুবকের পচা গলা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনা জানানো হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশকে । ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। জানা যায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম সুফল ধারা, তিনি চাপরা থানার করিগাছি এলাকার বাসিন্দা, বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর । মৃতের পরিবারের দাবি, সুফলের স্ত্রীর সঙ্গে সুফলের ভাইরা ভাইয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল শ সে কারণেই প্রায়ই সংসারে বিবাদ চলত এবং তার স্ত্রী শ্বশুরবাড়িতে থাকতেনই না বেশিরভাগ সময় । এই খবর জেনে গিয়েছিল সুফল তারপর। গত বৃহস্পতিবার সুফল তার শ্বশুরবাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন ,বাড়ির লোক জানতেন তিনি শ্বশুরবাড়িতেই আছেন ।কিন্তু রবিবার তার পচা কলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে পরিবারের লোকেরা তাকে খুন করার অভিযোগ তুলেছেন সুফলের ভাইরা ভাইয়ের বিরুদ্ধে । যদিও কোতোয়ালি থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতনদের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে এসেছে , এবং গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ।তবে পুলিশ সূত্রে খবর ,খুন নাকি মৃত্যুর পেছনে রয়েছে অন্য কোন রহস্য তা ময়না তদন্তের পরই জানা যাবে ।যদিও মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এবং শোকের ছায়া মৃতের পরিবারে।

পঞ্চায়েতের টোটো শহরের প্রবেশ করতে না দেওয়ার নির্দেশিকাই দুমকা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ টোটো চালকদের

রামপুরহাট ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে রামপুরহাট শহর এলাকায় পঞ্চায়েতের কোন টোটো প্রবেশ করবেনা এমনই নির্দেশিকা জারি করে রামপুরহাট পৌরসভা । তারই জেরে রামপুরহাট শহর সংলগ্ন আশেপাশের প্রায় ২৫৩০টি গ্রামের হাজার খানের টোটো চালকরা রামপুরহাটের বর্ডার ঝনঝনিয়া মোড় এর কাছে রামপুরহাট দুমকা রোড অবরোধ করে।পঞ্চায়েতের টোটো চালকদের দাবি এই ধরনের নির্দেশিকা জারি করার আগে পঞ্চায়েত এলাকার টোটো চালকদের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করেনি প্রশাসন । পাশাপাশি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েত এবং পৌর এলাকায় টোটো চালিয়ে জীবন অতিবাহিত করছি। আজকে হঠাৎ করে পৌরসভার ও মহকুমা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে আমরা চরম বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি । প্রতিটি টোটো চালক ব্যাংকের মাধ্যমে লোন নিয়ে গাড়ি কিনে টোটো চালাচ্ছে । এমত অবস্থায় পৌরসভা ও মহকুমা প্রশাসনের এহেনও সিদ্ধান্তে প্রায় হাজার খানে টোটো চালকের জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে । তাই আমরা সকল টোটোচালক মিলে পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতের বর্ডার ঝনঝনিয়া সাঁকো অবরোধ করেছি।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন হাতিদের পুজো জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন হাতিদের পুজো জলপাইগুড়িতে। সাত সকালেই স্নান করিয়ে হাতির মাহুতেরা ৫ হাতিকে যাদের নাম রাজা, অরণ্য, আমনা , মাধরী ও শিলাবতী এই পাঁচ হাতিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে এদের পুজো হলো জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই অঞ্চলের রামসাই বাজার সংলগ্ন গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক এর অধীন মেদলা ওয়াচ টাওয়ার মেদলা ক্যাম্পের গেটে জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি সহ এই অঞ্চলের ৮ থেকে ৮০ বহু মানুষ বিশ্বকর্মা পূজার দিন সোমবার ভিড় জমিয়েছেন এই হাতি পুজো দেখতে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের জন্য এদিন খিচুড়ি প্রসাদের আযোজন করা হয়।

শহর কলকাতার বুকে ডেঙ্গি রোধ করতে আগামীকাল থেকে পথে নামছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ

কলকাতা শহর কলকাতার বুকে ডেঙ্গি রোধ করতে আগামীকাল থেকে পথে নামছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে এবার কলকাতা পুরোসভা। পাশাপাশি পুরকর্মীরা ঠিকমতো কাজ করছেন কিনা সেটারও কড়াকড়ি ভাবে নজরদারি চালাবেন বলে জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে বিভিন্ন রকম ভাবে সচেতন করার পরেও এখনো পর্যন্ত শহর কলকাতা থেকে ডেঙ্গিকে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না সেই কারণেই এই পদক্ষেপ বলে জানান ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।

কলকাতা পৌরসভায় বিভিন্ন দফতরের বিশ্বকর্মা পুজো ঘুরে দেখলেন কলকাতার মহানগরী ফিরাদ হাকিম

কলকাতাঃ বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে কলকাতা পৌরসভায় বিভিন্ন দফতরের বিশ্বকর্মা পুজো ঘুরে দেখলেন কলকাতার মহানগরী ফিরাদ হাকিম সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ও কলকাতা পুরসভার কমিশনার বিনোদ কুমার ও পুরসভার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারীরা সংসদের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লির উদ্দেশ্যে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রওনা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা সংসদের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লির উদ্দেশ্যে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রওনা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে, ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে সিপিএমএর না থাকা নিয়ে কলকাতা বিমান বন্দরে মুখ খুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শহর কলকাতার বুকে ফের প্রতারণার ছক

কলকাতা শহর কলকাতার বুকে ফের প্রতারণার ছক। ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অভিনব কায়দায় টেলিগ্রাম গ্রুপের অপব্যবহার করে প্রতারণার ছক।আবারও একবার টেলিগ্রাম গ্রুপের অপব্যবহার করে প্রতারণার ছক শহরের বুকে। পুলিশের জালে তিন প্রধান সন্দেহভাজন ব্যাক্তি। প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন বেলেঘাটার এক বাসিন্দা, যাকে ওই টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে বলা হয়, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করলে বিরাট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তখন ওই ব্যক্তি প্রতারকদের ফাঁদে পা দেন। এবং প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা তাঁর খোয়া যায়। তারপর তিনি বোঝেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এরপর কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে, অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিত ব্যক্তি।টেলিগ্রাম গ্রুপটির সঙ্গে যুক্ত আইপি অ্যাড্রেস বিশ্লেষণ করে কলকাতা পুলিশের সাইবার বিভাগের তদন্তকারীরা অফিসাররা বুঝতে পারেন যে ‘গ্রুপ তৈরি করার সময় ব্যবহার করা হয়েছে ভিপিএন (ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক), যার দ্বারা নিজের আসল ভৌগোলিক অবস্থান গোপন রাখা যায়। যেমন এই গ্রুপটির অবস্থান দেখাচ্ছিল দুবাই।’এরপর কলকাতা পুলিশের টিম খোঁজ করতে শুরু করে, কোন কোন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে টাকা। এবং সেই টাকা তোলা হয়েছে এটিএম অথবা সেলফ চেক এর মাধ্যমে, বা চালান করা হয়েছে অন্যান্য অ্যাকাউন্টে। দেখা যায়, টাকার একাংশ জমা পড়েছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে মা অন্নপূর্ণা ট্রেডার্স নামক একটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে, যেখান থেকে সেলফ চেক দিয়ে তোলা হয়েছে টাকা।আরও কিছু অনুসন্ধানের পর জানা যায়, এই অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা চালান করা হয়েছে কয়েকটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, যাদের মধ্যে একটির মালিক মেসার্স জোহরি ট্রেডার্স নামে আরও একটি সংস্থা। দুই সংস্থার মধ্যে লেনদেনের পরিমাণ দিনে ১০ লক্ষ টাকাও ছাড়িয়ে গেছে, যা দেখে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগে, পুলিশ আধিকারিকদের।প্রতারণার উৎস মধ্যপ্রদেশই, এই ধারণা দৃঢ় হওয়ায় সেই রাজ্যের উদ্দেশ্য পৌঁছায় তদন্তকারী আধিকারিকেরা, এবং গতকাল সন্ধ্যায় তদন্তকারী আধিকারিকরা হানা দেন উজ্জয়িনী শহরের বেশকিছু জায়গাতে। গ্রেফতার হয় অন্নপূর্ণা ট্রেডার্সএর মালিক গৌরব নামদেব, এবং জোহরি ট্রেডার্সএর দুই মালিক পবন জোহরি ও দীপক গাঙ্গওয়াল ওরফে নামদেব।তাদেরকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের অনুমান, আরও অনেককেই এইভাবে তাদের হাতে প্রতারিত হয়েছেন। তারা একটি চক্র হিসেবে কাজ করত। ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন। এই সমস্ত কিছু থেকে অনেক তথ্য প্রমাণ হাতে উঠে এসেছে তদন্তকারী আধিকারিকদের। যা দেখে তারা বুঝতে পারছেন, এর আগেও অনেকের সাথে এইভাবে প্রতারণা করেছিল এই চক্র। ওই তিনজনকে আজ ট্রানজিট রিমান্ডএ আবেদন জানিয়ে উজ্জয়িনীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হবে।

সোমবার সকালে বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা – বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটে সমন্বয় কমিটিতে বামেদের অনুপস্থিতি ও পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় তৃণমূল ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই নিয়ে তিনি বলেন....জোটটা তো আপনাদের খবর করার জন্য লোককে দেখানো হয়েছে, জোট হবে না ঘোট হবে আরো ভবিষ্যৎ আসুক কিন্তু এরা যারা পরস্পরবিরোধী স্বার্থের লোক তারা এক জায়গায় কি করে থাকতে পারে, তারপরে জেড ইউর লোকেরা বলছে একমাত্র ওনাদের নেতা নিতিশ বাবু সৎ ব্যক্তি, বাকি সব দাগি তো বাকিদের দাগি দিয়েছো ওরা নিজেদের মধ্যে ভরসায় নেই, রাহুল গান্ধী বলছেন একমাত্র আর এস এস পারে মোদিকে সরাতে তারাও পারবেন না জোট পারবেনা কংগ্রেস ও পারবে না। ওদের যে মন্তব্য আসছে পরস্পর বিরোধী অব বলছে সব জায়গায় ক্যান্ডিডেট দেব সিপিএম বলছে এদের সঙ্গে যদি হাত মেলাই যা দু চার শতাংশ ভোট আছে সেটাও চলে যাবে মানুষ জেনে যাবে সবাই ধান্দাবাজ।সোনিয়া গান্ধীর মহালক্ষী ভান্ডার ঘোষণা নিয়ে বলেন.....সবাই কিছু না কিছু প্রলোভন দেখায় নির্বাচনের আগে ভোটারদের ধরার জন্য, ওরা যেখানে সরকার চালাচ্ছে সেখানে জনগণকে কি দিচ্ছে এত দুর্নীতি এত হিংসা কেন? সেটা আগে ঠিক করুক। ওনাদের লোকেরা সেই দুর্নীতির লুটে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে কংগ্রেসকে নতুন করে চিনতে হবে না লোকেরা চেন।পঞ্চায়েতে বিজেপির বলা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে কি লক্ষী ভান্ডারকে কাউন্টার করা হচ্ছে এ প্রসঙ্গে বলেন.....,এটাতো কেন্দ্র সরকারের প্রজেক্ট নয় রাজ্যে রাজ্যে এ ধরনের ঢোল প্রজেক্ট চলে যখন রাজ্যে নির্বাচন হবে তখন পার্টি ভাববে কিছু করা যায় কি না।

উত্তর কলকাতার টালা পার্ক এলাকার উমাকান্ত সেন লেন এ নব যুবক সংঘের ১০ বছরের গণেশ পূজার উদ্বোধনে হাজির অতীন ঘোষ শান্তনু সেনসহ একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গণ

কলকাতা উত্তর কলকাতার টালা পার্ক এলাকার উমাকান্ত সেন লেন এ নব যুবক সংঘের ১০ বছরের গণেশ পূজার উদ্বোধনে হাজির অতীন ঘোষ শান্তনু সেনসহ একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গণ। অতীন ঘোষ জানান জানান সমস্ত পুজো কমিটি গুলি কে কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। প্যান্ডেলের পাশের মাথায় বালি ঢেলে ভর্তি করতে হবে। যাতে জল জমে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া না ছড়ায়, তিনি গণেশ পূজো নিয়ে বলেন আগে এই পুজো মূলত দক্ষিণ ভারতীয় এলাকায় হতো যা এখনও হয় তারপর খড়্গপুরে এসে থমকেছিল তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলের উদ্যোগে বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি তিনি বর্তমান রাজ্যের ডেঙ্গি নিয়ে একটি বিশেষ বার্তা জানান।

বাঁকুড়া প্যাঁচে ভরা জিলিপির সাইজ নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু এখানে এই সময় তৈরী জিলিপির সাইজের কোনও সীমা নেই

বাঁকুড়া – বাঁকুড়া প্যাঁচে ভরা জিলিপির সাইজ নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু এখানে এই সময় তৈরী জিলিপির সাইজের কোনও সীমা নেই, এমনকি জিলিপির প্যাঁচেও যে শিল্প সৃষ্টি সম্ভব তা করে দেখিয়েছেন এখানকার মিষ্টান্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরেরা। আর আপনি চাইলে আপনার প্রিয়জনকে এখানকার তৈরী দশ কেজি ওজনেরও জিলিপি উপহার দিতে পারেন। একদম হেঁয়ালি নয়, ফি বছরই ভাদ্র সংক্রান্তির আগে থেকেই জিলিপি মেলার আয়োজন হয় বাঁকুড়ার এই গ্রামে। সেখানেই মেলে বৃহদাকার এই জিলিপি। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ফি বছর ভাদ্র সংক্রান্তিতে রাঢ় বঙ্গে ভাদু পুজো হয়। আর এই পুজোকে কেন্দ্র করেই কেঞ্জাকুড়া গ্রামে বসে জিলিপি মেলা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

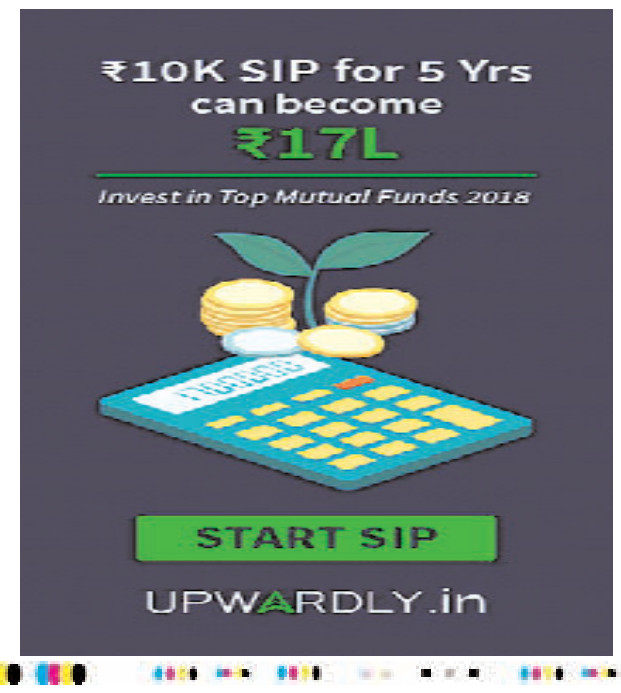

গৃহস্থের পুকুর থেকে উদ্ধার দৈত্যাকার কুমির

পাথরপ্রতিমা ঃ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকার মানুষদের প্রতিনিয়ত বাঘকুমিরের সঙ্গে লড়াই করে জীবন যাপন করতে হয়। জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘের আতঙ্ক সর্বদাই সুন্দরবনের দ্বীপ এলাকার মানুষদের মনের মধ্যে যেন অব্যাহত। দৈত্যাকার কুমির প্রায় সময় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকাগুলির খাঁড়িতে দেখা যায় । শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের বনশ্যামনগর এলাকায় এক ব্যক্তির পুকুরে কুমির দেখতে পান গ্রামবাসীরা। এরপর কুমিরের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। উদ্ধার করার জন্য গ্রামেরই মানুষজন খবর দেন বনবিভাগকে। খবর পেয়ে রামগঙ্গা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান । বেশ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় রাতে বনকর্মীরা বাগে আনতে পারেন ওই দৈত্যাকার কুমিরটিকে। বেশ কয়েক ঘঃটা ধরে কুমির ও মানুষের যে লড়াই সেই লড়াই দেখতে পুকুরের পাড়ে ভিড় জমিয়েছিনেন হাজার হাজার মানুষজন । বনবিভাগ সূত্রে জানা যায়, কুমিরটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ ফুট ও ওজন প্রায় ৩০০ কেজি। বনকর্মীরা কুমিরটিকে উদ্ধারের পর পাথরপ্রতিমার ভগবতপুর কুমির প্রকল্পে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান ।এ বিষয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বনবিভাগের আধিকারিক মিলনকান্তি মন্ডল জানান, পাথর প্রতিমার রামগঙ্গা রেঞ্জের বনশ্যামনগরে একটি গৃহস্থের বাড়িতে কুমির দেখতে পান গ্রামবাসীরা । এরপর গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি খবর দেন । সেই খবর আসা মাত্রই সময় নষ্ট না করে বনবিভাগের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান । বেশ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় অবশেষে কুমিরটিকে উদ্ধার করেন । ভগবতপুর কুমির প্রকল্পে থেকে কোনোভাবে এই কুমিরটি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। এছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে প্রায় সময় সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে ও খালে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে কুমির ছাড়া হয়। সম্প্রতি অমাবস্যার কোটালের জেরে সুন্দরবনের বিভিন্ন নদী গুলিতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছিল । তাই প্রাথমিক অনুমান এই জলস্ফীতির কারণেই ওই কুমিরটি লোকালয় ঢুকে পড়েছিল। বনআধিকারিক ও কর্মীরা নিরাপদে উদ্ধার করেছেন কুমিরটিকে । প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ভগবতপুর কুমির প্রকল্পে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য । পুরোপুরি সুস্থ করার পর কুমিরটিকে পুনরায় সুন্দরবনের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রেলমন্ত্রীর চিঠিতে রেলপথ প্রকল্পগুলির উল্লেখ থাকায় আশায় বুক বাঁধছেন মালদা ও দুই দিনাজপুরের মানুষেরা

উত্তর দিনাজপুর ঃ জমি জটে দীর্ঘদিন আটকে থাকা মালদা ও দুই দিনাজপুরকে রেলপথে যুক্ত করা চারটি প্রকল্পের কাজ আদৌ কি চালু হবে?পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের চিঠি সামনে আসতেই এই প্রশ্নই ঘিরে এখন চর্চায় মগ্ন দুই দিনাজপুরের মানুষ। জমি জটে আটকে থাকা পশ্চিমবাংলার একাধিক রেল প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। এই তালিকায় রয়েছে কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর (৩৪ কিমি গাজোল ইটাহার(২৭ কিমি) ইটাহার বুনিয়াদপুর (২৭ কিমি) রায়গঞ্জ ইটাহার (২২ কিমি) নতুন রেলপথ প্রকল্প। মালদা ও দুই দিনাজপুরের মধ্যে এই চারটি নতুন রেলপথ প্রকল্পের কাজ সম্পর্ণ হলে ভীষণ উপকৃত হবেন এই তিন জেলার বাসিন্দারা। বিশেষ করে বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, কুশমন্ডি, হরিরামপুর, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, ও রায়গঞ্জের রেল যোগাযোগ মসৃণ হবে। মমতা বংদ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময়ে কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর এবং প্রয়াত রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর সময়ে গাজোলগুঞ্জরিয়াইটাহার রায়গঞ্জ রেলপথ প্রকল্প নেওয়া হয়। এর মধ্যে কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর নতুন রেলপথের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়েছিল। এমনকি কালিয়াগঞ্জের শ্রীমতী নদী এবং কুশমন্ডির কালিকামরার কাছে বালুরঘাট সড়কের ওপর রেলসেতুর কাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু জমিদাতা পরিবারের এক সদস্যের সরকারি চাকরি এবং উপযুক্ত ক্ষতিপুরণের দাবিতে ২০১২ সালে শুরু হওয়া আন্দোলনের জেরে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়।ইটাহার বুনিয়াদপুর, গাজোলইটাহার এবং রায়গঞ্জ ইটাহার রেলপথ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ হয়নি। এমত অবস্থায় জমি জট কাটাতে মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো রেলমন্ত্রীর চিঠিতে এই রেলপথ প্রকল্পগুলির উল্লেখ থাকায় আশায় বুক বাঁধছেন গৌড়বঙ্গের বাসিন্দারা।

গৃহকর্তাকে ঘরে আটকে রেখে দুঃসাহসিক চুরি বর্ধমানে

পূর্ব বর্ধমান শনিবার রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত লিচুতলা রেল লাইন পারের মসজিদ এলাকায় বাড়ির গৃহকর্তীকে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রেখে, চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ওই গৃহকর্তী সুফিয়া বিবির দাবি এদিন শনিবার রাত্তির আটটা নাগাদ তার স্বামী মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন, এমন সময় একটি চোরের দল ওই গৃহকর্তিকে পাশের ঘরের দরজার আটকে রেখে। চোরেরা বেশ কিছু কাসার বাসনপত্র অল্প বিস্তর সোনা রুপোর জিনিসও চুরি গেছে বলে দাবি ওই গৃহকর্তীর। যদিও ছেলের বউয়ের আর তারা বাপের বাড়ি থাকার কারণে কত পরিমান জিনিস চুরি গেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি তারা। ঘটনায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক।ঘটনা স্থলে কালনা থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে।

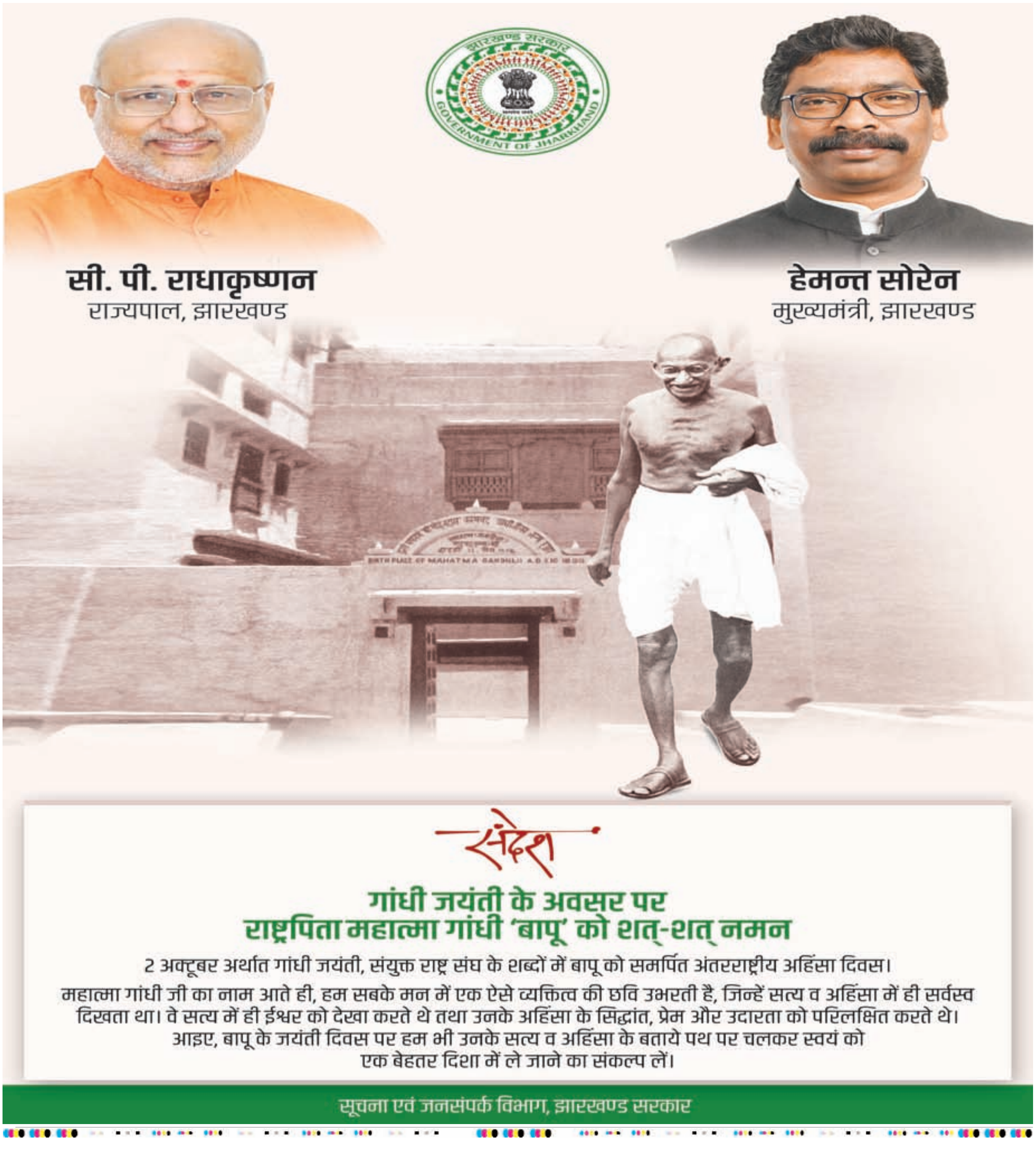

সম্পাদকীয়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেরার আশায় ইউরোপের খুদে ট্রাম্পেরা

২০২০ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যখন হোয়াইট হাউস ছাড়তে হলো, ইউরোপের 'স্ট্রং মেন', জনতুষ্টিবাদী ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের একজন মিত্র ও রক্ষককে হারাল। এর মধ্যে ট্রাম্প হার মানবেন না বলে গোঁ ধরলেন, তাঁর সমর্থকেরা কংগ্রেস লন্ডভন্ড করে ছাড়লেন। কিন্তু ইউরোপের খুদে ট্রাম্পরা টিকে থাকলেন। রিপাবলিকানদের প্রিয় প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্প আবার ফিরে আসবেন এই আশায় তাঁদের পালে এখন নতুন করে হাওয়া লেগেছে। যে চার বছর ক্ষমতায় ছিলেন ট্রাম্প, সে সময় তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে 'শত্রু' আর ন্যাটোকে 'অচল' বলে ঘোষণা করলেন। তিনি প্রকাশ্যে যুক্তরাজ্যের ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোটকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন অন্য দেশগুলোরও উচিত সে পথে হাঁটা। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক বিভিন্ন চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেন। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ছুড়ে ফেলেন, মিত্র দেশগুলোর ওপর ট্যারিফ আরোপ করেন এবং বাণিজ্য ও সামরিক খাতের ব্যয় নিয়ে জার্মানির সঙ্গে বিবাদে জড়ান। পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির জনতুষ্টিবাদী নেতাদের জন্য লাল গালিচা পেতে দিয়েছেন। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত

দেশের জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তারা ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের ফেরা নিয়ে ভয়ে কাঁপছেন। কারণ ট্রাম্প ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন দিতে রাজি হননি। এ ছাড়া তিনি ইইউ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ট্যারিফ বসাবেন বলে আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। হাঙ্গেরির ভিক্টর ওরবান বা পোল্যান্ডের ইয়ারোস্লাভ ক্যাজিস্কি, যারা ইউরোপে ট্রাম্পের মতো আগ্রাসী রাজনীতি করেন তাঁরা এখনো ক্ষমতায় আছেন। তাঁরা নিয়মিত শাসন, অভিবাসন ও যৌন সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে ব্রাসেলসের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করছেন। মূলধারার গণমাধ্যমকে এড়িয়ে ডানপন্থী সংবাদমাধ্যমকে প্রাধান্য দেওয়ার যে কৌশল চালু করেছিলেন ট্রাম্প, সেটা এখন ইউরোপেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ডানপন্থী ফক্স নিউজের আদলে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম গড়ে উঠেছে ইউরোপের দেশগুলোয়। চ্যানেলগুলো চরম ডান রাজনীতিবিদদের কথা বলার একচেটিয়া সুযোগ করে দিয়েছে। তারা যা খুশি তাই বলতে পারে এবং তাদের কোনোরকম যাচাইবাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় না। অন্যান্য দেশে জনতুষ্টিবাদী সরকারগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করে তাদের অনুসারীদের কাছে পৌঁছাতে চায়। স্লোভাকিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো যদি ৩০ সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে ফিরতে পারেন, তাহলে অনুদার নেতাদের এই জোট আরও বড় হবে। বলা হয়ে থাকে রবার্ট ফিকো পুরোপুরি অনুসরণ করে থাকেন ট্রাম্পকে। ক্ষমতাসীন উদারনৈতিক সরকারের বিরুদ্ধে ফিকো ভোট চুরির জিগির তুলেছিলেন। কারণ তার ফিকোর সহযোগী আপাদমস্তক দুর্নীতিবাজ পুলিশ প্রধান তদন্তে দোষী প্রমাণিত হন ও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফিকোর দল 'স্মের' ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক জোটভুক্ত রাজনৈতিক দল। তিনি ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোকে দায়ী করেন। পাশাপাশি তিনি এও ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে, জিতে আসলে কিয়েভকে আর সাহায্য দেবেন না। স্লোভাকিয়ার বিশ্লেষকদের আশঙ্কা তিনি এবার সরকার গঠন করলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেড়ে নেবেন ও দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমকে থামিয়ে দেবেন। ঠিক যেমনটি ঘটিয়েছেন ভিক্টর ওরবান এবং ক্যাজিস্কি। অভিবাসন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে চুক্তি সেখান থেকেও হয়তো ফিকো বেরিয়ে আসতে চাইবেন। ওই চুক্তি অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোকে নির্দিষ্ট সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে হয়, নয়তো আর্থিকভাবে সাহায্য করতে হয়। ব্রাটিসলাভা পর ইউরোপের ট্রাম্পীয় নেতাদের জন্য বড় পরীক্ষা হবে ওয়ারশ তে। এখানে ক্যাজিস্কির রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী দল ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়ে আসতে চায়। আগামী ১৫ অক্টোবর সেখানে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। ক্যাজিস্কি উদারপন্থী দক্ষিণ-কেন্দ্রপন্থী বিরোধী দলীয় নেতা ডোনাল্ড টাস্ককে ক্রমাগত চেষ্টায় খল চরিত্র বানিয়ে বসেছেন। শুধু তাই নয়, রাশিয়া, জার্মানি, ব্রাসেলসের পর তাঁর নিশানা এখন ইউক্রেন। ওই সব দেশ থেকে শস্য আমদানি করায় পোল্যান্ডের কৃষকেরা শেষ হয়ে যাচ্ছেন এমন প্রচার চালাচ্ছেন তিনি।

রাশিয়া নয়, যুদ্ধে ইউক্রেনই বিশাল চাপে

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যখন বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ঘোষণা দিলেন, সে সময় ক্রেমলিন না বললেও রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা হয়েছিল যে ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' নয়, প্রকৃত যুদ্ধই শুরু হচ্ছে।

সফল পাল্টা আক্রমণে রাশিয়ান বাহিনীর কাছ থেকে বড়

আলেক্সান্ডার তিতোভ
প্রাবন্ধিক

অংশের ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করে ইউক্রেন। এরপরই মস্কো ৩ লাখ সেনা নিয়োগের ঘোষণা দেয়। এ সংখ্যা রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যুক্ত হতে সক্ষম, এমন লোকের মাত্র ১ শতাংশ।

এর আগে ১৯৪১ সালে রাশিয়াতে একসঙ্গে বিপুলসংখ্যক সেনা নিয়োগ হয়েছিল। দেশটির সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের নিয়মিত একটি পদ্ধতি চালু আছে।

সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগপ্রাপ্তদের সরাসরি রাশিয়ার বাইরে যুদ্ধে পাঠানো হয় না। এক বছর সেবা দেওয়ার পর তাঁদের মজুত বাহিনী হিসেবে রাখা হয় এবং সেখান থেকেই যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়।

কিন্তু বিশালাকার মজুত বাহিনী থাকা সত্ত্বেও এ মুহূর্তে ক্রেমলিন তাদের যুদ্ধে পাঠাতে পারছে না। কেননা, আগামী বছর মে মাসে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন। নতুন করে মজুত লোকবল থেকে তাঁদের যদি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ডাকা হয়, সেটা হবে ভীষণ অজনপ্রিয় একটি পদক্ষেপ।

একটা গুজব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে রাশিয়ার বাহিনীতে নতুন আরেকটি বাধ্যতামূলক নিয়োগ আসন্ন। কিয়েভের দিক থেকে অপতথ্যের যে প্রচারণা, তারই ফলাফল হিসেবে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউক্রেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওলেক্সি রেজনিকভ ও সামরিক গোয়েন্দার প্রধান কারাইলো বুদানভ দাবি করেছিলেন, ২০২৩ সালের ৫ জানুয়ারির মধ্যে নতুন করে নিয়োগ শুরু হতে যাচ্ছে।

সমরবিদ, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং পশ্চিমা কর্মকর্তাদের মধ্যে উচ্চ প্রত্যাশা ছিল যে আজভ সাগর অভিমুখে ইউক্রেনীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ জয়-পরাজয় নিষ্পত্তিতে একটি বড় সফলতা নিয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সামরিক উপায়ে যুদ্ধ শেষ করার যে কৌশলনীতি ন্যাটো ও ইউক্রেন নিয়েছিল, সেটা পরাজিত হয়েছে। ন্যাটোর দেশগুলো ইউক্রেনকে তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব, তার সবটা সামরিক রসদ দিয়েছে, তাদের বাহিনীকে দিয়েছে প্রশিক্ষণ। কিন্তু এখন তার ফলাফল কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সেটা যখন সত্যি হলো না, তখন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলতে শুরু করলেন, জানুয়ারি মাসের মধ্যে পাঁচ লাখ তরুণকে রাশিয়া সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেবে।

সেপ্টেম্বরে ইউক্রেনের আরেকটি সূত্র দাবি করে বসল, ১০ সেপ্টেম্বর রাশিয়ার আঞ্চলিক নির্বাচনের পরদিন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনা নিয়োগ শুরু হবে। এবারও সে রকম কিছু ঘটল না।

রাশিয়ার সেনবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ আসন্ন-ইউক্রেনীয়দের এই গুজব তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অংশ। কিন্তু বারবার করে তাঁরা বলছেন আর বাস্তবে সেটা ঘটছে না-এর অর্থ হলো, তাঁদের কথার ওপর আস্থা কমে যায়।

বাস্তবতা হলো, ইউক্রেনই এখন তাদের পাল্টা আক্রমণ অব্যাহত রাখার জন্য জন্য যে নতুন সেনা প্রয়োজন, তার নিয়োগ দিতে সমস্যায় পড়েছে।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের পাল্টা আক্রমণের মতো এ বছরের বসন্ত ও গ্রীষ্মে পরিচালিত পাল্টা আক্রমণ অভিযানে পশ্চিমা বিশ্ব যা আশা করেছিল, সেটা অর্জন করতে পারেনি ইউক্রেন। প্রকৃতপক্ষে, বিরোধী মতোই সত্য এবং বাস্তববাদীরা এখন বলতে শুরু করেছেন, ইউক্রেনীয় বাহিনীর বড় সফলতার মতো কোনো অর্জন খুব শিগগির দেখা যাচ্ছে না।

মে মাসে আমি যখন রাশিয়া সফরে যাই, তার তুলনায় মস্কোর জনসাধারণের মনের ভাব এখন অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। ইউক্রেনীয় বাহিনী তখন নতুন করে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে আর ভাগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন উন্মাদের মতো বলেই চলেছেন, রাশিয়ার সেনাবাহিনী পুরোপুরি মারা পড়বে। এই বাস্তবতায় মে মাসে মস্কোর আবহাওয়া ছিল থমথমে।

কিন্তু জুন মাসের শুরুতেই যখন লিওপার্ড ট্যাংকসহ ইউক্রেনীয় বাহিনীর সাঁজোয়া যান ধ্বংসের ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসতে শুরু করল, তখন সেই থমথমে ভাবটি কাটতে খুব বেশি সময় লাগল না।

আগস্ট মাসে আমি যখন ফিরে আসি, সে সময় ইউক্রেনের দিক থেকে আসা হুমকি পুরোপুরি পাল্টে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে এসে এখন ইউক্রেনপন্থী ব্লগাররাও বলছেন, পাল্টা আক্রমণ অভিযানের সফলতা নিয়ে উঁচু প্রত্যাশার জন্ম হলেও, এর কৌশলগত প্রভাব খুব সামান্য।

২০২৩ সালের মধ্যে পুতিন আরও ৩ লাখ স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের কথা বলেছেন। তাঁদের অনেকেই এরই মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা সূত্রই বলছে, আরও অনেকে যুক্ত হবেন বলে নিশ্চিত করেছেন। সুতরাং, একটি স্থিতিশীল বাহিনী ও তাদের ধারাবাহিক নিয়োগ যেখানে চলছে, সেখানে বাধ্যতামূলক নিয়োগের মতো এতটা অজনপ্রিয় পথে হাঁটার সম্ভাবনা ক্রেমলিনের কম। রাশিয়াপন্থী ব্লগারদের অনুযোগ হলো, তাঁদের দেশ 'পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়বে না। কিন্তু যুদ্ধ যদি এ রকম পাল্টাপাল্টি আক্রমণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, তাহলে স্বাভাবিকতার প্রদর্শনই প্রকৃত শক্তি। রাশিয়া এখন তাদের সামরিক উৎপাদন বাড়াচ্ছে। তাদের সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে যেগুলোর ঘাটতিতে তাঁরা চরমভাবে ভুগেছেন—অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সেনাদের অভিজ্ঞতা—এই তিন ক্ষেত্রেই তাঁরা ২০২৪ সালে আরও ভালো অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করতে পারবেন।

সমরবিদ, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং পশ্চিমা কর্মকর্তাদের মধ্যে উচ্চ প্রত্যাশা ছিল যে আজভ সাগর অভিমুখে ইউক্রেনীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ জয়-পরাজয় নিষ্পত্তিতে একটি বড় সফলতা নিয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সামরিক উপায়ে যুদ্ধ শেষ করার যে কৌশলনীতি ন্যাটো ও ইউক্রেন নিয়েছিল, সেটা পরাজিত হয়েছে। ন্যাটোর দেশগুলো ইউক্রেনকে তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব, তার সবটা সামরিক রসদ দিয়েছে, তাদের বাহিনীকে দিয়েছে প্রশিক্ষণ। কিন্তু এখন তার ফলাফল কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

বেসরকারি চাকরিজীবীদের নিয়ে বৈষম্য শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ডেই সীমাবদ্ধ নয়

সুবাইল আলম

বেশ কিছুদিন ধরে বেসরকারি চাকরিজীবীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দাবি নিয়ে লিখলেও বাস্তবে সরকার এ ব্যাপারে সচেষ্ট নয়। কোনো আইন না থাকায় বেশির ভাগ কোম্পানি সুবিধা দেয় না। এদিকে সরকারও বেসরকারি চাকরিজীবীদের ওপর বিভিন্নভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আরও চাপ প্রয়োগ করছে। হ্যাঁ! আমরা সবাই বুঝি, দেশে সরকার আর্থিকভাবে ভালো অবস্থানে নেই।

কিন্তু তার সব চাপ কেন বেসরকারি খাতের মানুষদের নিতে হবে? এই অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতি (যার প্রধান কারণ সরকারি ভুল নীতি), তার ভুক্তভোগী কেন শুধু বেসরকারি খাতের মানুষেরা হবে? কিন্তু এই দ্বৈতনীতি দেশের মানুষদের মধ্যে একটা অদৃশ্য সামাজিক দেয়াল তৈরি করে দিচ্ছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

প্রথমেই বলে নিই, এ লেখার উদ্দেশ্য সরকারি কর্মজীবীদের কোনো সুযোগ কমানো নয়। কেউ কোনো সুযোগ-সুবিধা পেলে তা কমানো উচিতও নয়, আর কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট বা চুক্তি আইনে এ-সংক্রান্ত বাধাও আছে। কিন্তু দেশে বিভিন্ন হিসাবনিকাশের কারণে বাকি ৯৫ শতাংশ মানুষ যাতে বিভাজনের শিকার না হয়, সেটাই এ লেখার উদ্দেশ্য। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বঞ্চিত করে দেশ উন্নত হতে পারে না। এখন দেখি কোন কোন খাতে সরকারি দ্বৈতনীতি বেসরকারি কর্মজীবীদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সরকারি খাতে কর্মজীবীদের জন্য চমৎকার আইন আছে। কিন্তু বেসরকারি খাতে আছে ১৮৭২ সালের 'কন্ট্রাক্ট আইন' আর 'লেবার ল', যেখানে মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। চুক্তিতে যা খুশি লিখে সই করেও নিতে পারে তারা, আবার শ্রম আইনে আছে অনেক কিছু ঐচ্ছিক। এ কারণে দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ বেসরকারি কর্মজীবী অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এভাবে আর কত দিন? সবার মতো বেসরকারি কর্মজীবীদের জন্য আইন আসতে হবে, যেখানে অবশ্যই প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটি, বিমা, মুনাফা শেয়ার-এগুলো বাধ্যতামূলক থাকতে হবে।

আগে থেকেই বেসরকারি খাতের কর্মীদের অবসরকালীন সুবিধার একটা সীমার বেশি হলে কর দিতে হতো, যা ৫ থেকে ১০ শতাংশ ছিল। ২০১৬ সালের আগেও এটি ছিল করমুক্ত। এখন বেড়ে হয়েছে ২৭ দশমিক ৫ শতাংশ কর, যা বিনিয়োগের মুনাফার ওপর প্রযোজ্য। যেখানে সরকার সামাজিক নিরাপত্তায় কোনো সুবিধাই দিতে পারছে না, সেখানে আরও নিরুৎসাহিত করা পুরোটাই অনৈতিক। সরকারের উচিত ছিল প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি সব কোম্পানিকে বাধ্যতামূলক করে, সব কর উঠিয়ে দিয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ কিছুটা হলেও নিশ্চিত করা। বিপরীতে সরকারি কর্মজীবীদের জন্য অবসরসুবিধা পুরোপুরি করমুক্ত করা। উপরন্তু তারা টাকা রাখলে সরকার নিজেই ১৩ শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে, যা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। অবিলম্বে ২৭ দশমিক ৫ শতাংশ কর বাতিল করে বেসরকারি কর্মজীবীরাও যাতে ১৩ শতাংশ করে সুদ পায়, সেই ব্যবস্থা করে সমতায়ন করা উচিত।

এ স্কিম আসলে সফল হতো, যদি এটা সর্বজনীন হতো। কিন্তু এখানেও সরকারি-বেসরকারি আলাদা। সরকারি কর্মজীবীদের পেনশন দেওয়া হবে বেসরকারি খাতের মানুষের কর দিয়ে। আবার বেসরকারি খাতের মানুষেরা পেনশন পাবে, এখানেও নিজের টাকা দিয়ে। এই দ্বৈতনীতি অবিলম্বে বাতিল করে হয় সরকারি খাতকেও পেনশন স্কিমে আনতে হবে (যা তার ৭.৪ শতাংশ খরচ কমিয়ে দেবে), অথবা বেসরকারি খাতের মানুষদেরও তাদের দেওয়া কর অনুপাতে পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারি কর্মজীবীদের কর দিতে হয় তাদের মূল বেতন (বেসিক) আর বোনাসের ওপর শুধু। এদিকে বেসরকারি কর্মজীবীদের বেতনের সব ভাতার ওপর, যা আর একটি দ্বৈত আইন। ফলে তারা পরিমাণে কম টাকা পায়। কিন্তু এই কর দেওয়ার ফলে কোনো আলাদা সুবিধাই পাচ্ছে না। এদিকে যারা বড় ব্যবসায়ী আছে দেশে, তারা কি ঠিকমতো কর দিচ্ছে?

সরকারি কর্মজীবীদের একটা বড় কথা আছে-তাদের বেতন কম। সমস্যা হচ্ছে, তাদের বেতনকাঠামো সেই ব্রিটিশ আমলে যেভাবে চলে আসছে, সেভাবেই চলছে। তাদের বেতন বললেই বলে শুধু মূল বেতন। এর সঙ্গে যে অনেক ভাতাসহ আরও সুযোগ-সুবিধা আছে, তা মানতেই চায় না। শুধু বেসরকারি খাতে কেন, সারা পৃথিবীতে চলছে আধুনিক সিটিসি (কস্ট টু কোম্পানি) পদ্ধতি।

যেখানে মূল বেতনের সঙ্গে সব ভাতা, বোনাস, ট্যাক্স, রিয়ারমেন্ট বেনিফিটসহ আরও কোনো সুবিধা পেলে যে খরচ হয় (যেমন গাড়ি, ইনস্যুরেন্স, চিকিৎসা ইত্যাদি) সব বার্ষিকভাবে হিসাব করে মাসের মধ্যে ভাগ করে ফেলা যায়। ফলে বেতন অনেক বেশি দেখায়। সরকারি কর্মজীবীদেরও যদি কাঠামো আধুনিকায়ন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, মাত্র ২ শতাংশ বেসরকারি কর্মজীবী সমসাময়িক সরকারিদের থেকে বেশি পায়। এই আধুনিকায়ন না হওয়ায় মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা চলে আসছে। আর এর সুযোগ নেওয়া হচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে, মাত্র ১৪ লাখ মানুষের পেছনে সরকার তার বাজেটের ২২ দশমিক ২ শতাংশ খরচ করছে, সিটিসি কনসেপ্টে গেলে তা আরও বাড়ত, আর বাস্তব সংখ্যা আমরা পেতে পারতাম।

সরকার বর্তমান অবস্থায় সবাইকে খরচ কমাতে বললেও নিজে বিভিন্ন প্রজেক্টে অতিরিক্ত গাড়ি, অস্ত্র, বিমান ইত্যাদি কিনেই যাচ্ছে। বিদেশে অপ্রয়োজনীয় ট্যুর, অতিরিক্ত প্রমোশন এবং অতিরিক্ত সফরসঙ্গী নিয়ে যাওয়াও আছে। কিন্তু সব দায় পড়েছে বেসরকারি খাতের ওপর। বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা ডলার-সংকটে এলসি করতে পারছে না। তাদের এই না পারা চাপ প্রয়োগ করছে তাদের কর্মীদের ওপর। ছাঁটাই, ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ অনেকভাবে তারা খরচ কমাচ্ছে। সরকার কি এখানেও দ্বৈতনীতি নিচ্ছে না? যেখানে সরকার ডলার না থাকার চাপে আছে, সেখানে নজির বিহীনভাবে ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের ওপর ১০ শতাংশ কর দেওয়া হলো । যেখানে প্রবাসী আয় বা রপ্তানি আয় করমুক্ত, সেখানে এই আয় কীভাবে করভুক্ত হয়? এটাও তো একরকম আয়। এই করসীমা যারা বিদেশে পাচারকৃত টাকা দেশে আনত তার চেয়ে বেশি। এখানেও দ্বৈত আইন, যেখানে কম আয় করা ফ্রিল্যান্সাররা ভুক্তভোগী, বেশি আয় করা ব্যবসায়ীরা সুবিধাভোগী (যা আসলে প্রাপ্য, যদিও তাদের অনেকের নামে টাকা পাচারের কথা শোনা যায়)।

সাময়িকী

আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধ সবাই যেভাবে ফায়দা তোলে

৩০ বছরে তৃতীয়বার ও তিন বছরে দ্বিতীয়বার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নাগোরনো কারাবাখ অঞ্চল ঘিরে আজারবাইজান ও জাতিগত আর্মেনিয়ার মধ্যে সংঘাত ঠেকাতে ব্যর্থ হলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। সর্বসাম্প্রতিক সংঘাত শুরু হয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর। আজারবাইজান বাহিনী ছিটমহল পুনর্দখলে বড় অভিযান শুরু করে এবং দ্রুততার সঙ্গে অভিযান শেষ করে।

ম্যাক্সিমিলিয়ান হেস
কলামিস্ট

আজারবাইজান 'সন্ত্রাসবিরোধী' অভিযান শুরুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বঘোষিত নাগোরনো কারাবাখ রিপাবলিকের (এনকেআর) নেতারা অস্ত্র সংবরণ করেন। তিন দিন পর আজারবাইজানের বাহিনী নাগোরনো কারাবাখের অনেক গ্রাম, খনি এবং কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নিয়ন্ত্রণ নেয়। জাতিগত আর্মেনিয়ানদের চারপাশ ঘিরে অবস্থান নেয়। এনকেআর তাদের সেনাবাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করতে সম্মত হয়।

এবারের সংঘাত মাত্র কয়েক দিন স্থায়ী হয়েছে। কিন্তু এই সংঘাতে অনেক মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। গণবাস্তুচ্যুতি এবং বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে অস্থিরতা উসকে দিতে পারে। বলা চলে, আরেকটি বড় মানবিক বিপর্যয় দৃশ্যপটে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। নাগোরনো কারাবাখে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার জাতিগত আর্মেনিয়ান বাস করেন। আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ বলেছেন, এই লোকদের তিনি আজারবাইজানের সমাজের সঙ্গে একীভূত করতে ইচ্ছুক। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কয়েক দশকের সংঘাত ও নৃশংসতার পর দুই পক্ষের মধ্যে বিশ্বাসের জায়গাটা শূন্য এবং শত্রুতার মাত্রাটা অনেক বেশি। নাগোরনো কারাবাখে থেকে আর্মেনিয়ানরা এরই মধ্যে দলে দলে আর্মেনিয়া যেতে শুরু করেছেন। এনকেআরের নেতারা বলছেন, অস্থিতিশীল অঞ্চল ছেড়ে প্রায় সব আর্মেনিয়ান তাঁদের জন্মভূমিতে চলে যাবেন। এই গণবাস্তুচ্যুতি পুরো অঞ্চলকে আরও অস্থিতিশীল ও সংঘাতময় করে তুলবে। এই গভীর সংকটের পেছনে আন্তর্জাতিক মহলের নিষ্ক্রিয়তা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট আলিয়েভ আর্মেনিয়ার ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেছেন। অথচ তাঁর বাহিনী নাগোরনো কারাবাখের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখলে নিচ্ছে। এ ছাড়া আজারবাইজান তাদের ছিটমহল নাখছিভানের জন্য 'স্থল করিডর' তৈরির পথ খুঁজছে। এটি দুই দেশের মধ্যে জটিলতা আরও বাড়াবে। কালেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (সিএসটিও) আওতায় আর্মেনিয়ার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করার কথা রাশিয়ার। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এ কারণেই নাগোরনো কারাবাখে আর্মেনিয়ানদের স্বার্থরক্ষায় তাদের অনেক কিছু করা উচিত। কিন্তু প্রতিবার সংঘাতের পর সিনেমার কায়দায় যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা করা ছাড়া আর কিছুই করে না মস্কো। রাশিয়া কখনোই আজারবাইজানের শত্রু হতে চায় না। সে কারণে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান উত্তেজনায় হস্তক্ষেপ করতে তারা উৎসাহী নয়। এ কারণেই রাশিয়া আর্মেনিয়ার ভূখণ্ডে ঢুকে আজারবাইজানের হামলা বন্ধে আর্মেনিয়ার অনুরোধ কানে তোলে না। এমনকি সর্বশেষ হামলায় রাশিয়ার পাঁচজন শান্তিরক্ষী মারা যাওয়ার পরও তারা নিশ্চুপ। ওই অঞ্চলের সংঘাত নিয়ে রাশিয়া একমাত্র চোখ বন্ধ করে রেখেছে, তা নয় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে গণতন্ত্রের ভিত শক্তিশালী করার অঙ্গীকার দেওয়া সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও যুক্তরাষ্ট্র তিন দশক ধরে চলা রক্তপাত বন্ধে এবং সেখানে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখায়নি। ১৯৯৪ সালে প্রথম নাগোরনো কারাবাখ যুদ্ধে আর্মেনিয়ান বাহিনী ছিটমহলের চারপাশের আজেরি (আজারবাইজানে যে জাতিগোষ্ঠী) সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। আজেরি জনগোষ্ঠীর হাজার হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়। সে সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আজারবাইজানের সঙ্গে আলোচনায় বসার এবং দুই পক্ষের জন্য একটি টেকসই শান্তিচুক্তি করার জন্য আর্মেনিয়াকে কোনো চাপ দেয়নি। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার বদলে ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্র চোখ বন্ধ করে রাখে। তারা উল্টো আজারবাইজানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে মুনাফা করে। আজারবাইজানে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করে ইসরায়েল ও তুরস্কও লাভবান হয়। আর রাশিয়া আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান-দুই পক্ষের কাছেই অস্ত্র বিক্রি করে। ২০২০ সালের যুদ্ধে আজারবাইজান জিতে যায়। এ সময়ও বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলো চুপ করে বসে থাকে। দর-কষাকষি, কথাবার্তা, বিবৃতি সবকিছুই দেওয়া হয়। কিন্তু সহিংসতা বন্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ২০২২ সালে আজারবাইজানের সেনারা আর্মেনিয়ার সঙ্গে নাগোরনো কারাবাখের যোগাযোগের পথ লাচিন করিডরে অবরোধ করেন।

জানা অজানা

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বাংলাকে মুছে ফেলা হয়েছে

পূর্ব - পশ্চিম সিংভূম - সরাইকেল্লা জেলার প্রতিটি রেল স্টেশনে বাংলায় স্টেশনের নাম লেখা ফলক জ্বলজ্বল করতো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বাংলাকে মুছে ফেলা হয়েছে। পুনঃ ফলকগুলোতে বাংলায় স্টেশনের নাম লেখা হোক দাবি জানিয়ে বঙ্গবন্ধু (এসো পাশে দাঁড়িয়ে) র পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী সময় জামশেদপুরের মাননীয় সাংসদ শ্রী বিদ্যুত্বরণ মাহাতো মহাশয়কে দাবি পত্র দেওয়া হয়েছিল, সাংসদ মহাশয় কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীকে উক্ত বিষয়ের জন্য চিঠিও দিয়েছেন কিন্তু দাবি অসম্পূর্ণ আছে তাই আজ ২৮ শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার,২০২৩ রেল কর্তৃপক্ষ বাংলায় ফলক লেখার কাজ কতটা এগিয়েছেন জানতে ও অবিলম্বে প্রতিটি রেল স্টেশনের নাম বাংলায় লেখার দাবি জানাতে মাননীয় সাংসদ শ্রী বিদ্যুত বরণ মাহাতো মহাশয়ের সাথে ঝাড়খণ্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। সাংসদ মহাশয় জানান গতকাল পশ্চিমবঙ্গে আয়োজিত বিশেষ আলোচনা সভায় রেল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা হয়েছে এবং জোরালো ভাবে ফলক লেখার কাজটি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আজকের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন : শ্রী অশোক বড়ুয়া, শ্রী সুভাষ সিংহড়ায়,শ্রী পীযুষ পাল, শ্রী প্রণব বরাট, শ্রী প্রাণরঞ্জন ঘোষ, শ্রী বিশ্বজিত চক্রবর্তী, শ্রী অসিত চক্রবর্তী,শ্রী অনিমেষ রায়, শ্রী সঞ্জয় রায়, শ্রী দিলীপ মন্ডল, শ্রী বাপ্পাদিত্য পাল, শ্রী ভগবত মুখার্জি,শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী সহ সম্মানীয় সদস্যদরা।

পাঠকের চিঠি

সমাজে বিয়ে করা কেন দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে

সমাজে ও পরিবারে ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার অন্যতম উপাদান বিয়ে। বিয়ের বহুবিধ কল্যাণ থাকলেও আমরা ক্রমেই বিয়েকে করে তুলছি জটিল। বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের সমাজব্যবস্থায় একজন ছেলে চাকরি পাওয়ার আগে পরিবার তাঁর বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। কারণ, সেই মুহূর্তে ছেলের ক্যারিয়ার বা বিয়ের সামর্থ্য নেই। অপরদিকে একজন ছেলের শিক্ষাজীবন শেষ করে ক্যারিয়ার শুরু করতে তাঁর বয়স হয় ২৮ বা ২৯ বছর। ধরা যাক, ছেলেটি ৩০ বছর বয়সে তাঁর বৈবাহিক জীবন শুরু করলেন এবং ৩১ বা ৩২ বছর বয়সে সন্তানের বাবা হলেন। তাঁর প্রথম সন্তান যখন ১৮ বছরের, তিনি তখন মধ্য বয়সে। সন্তানের বয়স যখন ২৮, পিতা তখন ৬০ বছরের প্রবীণ। এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার প্রজন্মগত ব্যবধান। বাবা-সন্তানের এই প্রজন্মগত ব্যবধান আঘাত হানছে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়ায়, যা কখনোই কাম্য নয়। ৬৩ বছর বয়সে পিতা যখন অবসর গ্রহণ করেন, পুত্রের বয়স তখন ৩০। ফলস্বরূপ পরিবারের ছোট সন্তানদের দায়িত্ব পড়ছে বড় সন্তানদের ওপর। যার ফলে আবারও শুরু হয় সেই মানসিক চাপ আর আর্থিক সামর্থ্যের দুষ্ট চক্রের পুনরাবৃত্তি। মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছর। ফলে পরিবারের ছোট সন্তানেরা মা-বাবার সান্নিধ্য পাচ্ছেন কম, ক্ষেত্রবিশেষে বঞ্চিতই হচ্ছেন। শিক্ষাজীবন থেকে ক্যারিয়ার শুরুর সময়টায় একজন ছেলে বা মেয়েকে নানা রকম দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা, হতাশার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। তারা এই হতাশা, অনিশ্চয়তা থেকে সাময়িক একটু প্রশান্তি, ভরসা বা নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য ঠুনকো প্রেমের সম্পর্কে জড়াচ্ছে। যা পরবর্তী জীবনে আরও বড় হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এই হতাশা থেকে মুক্তির জন্য অনেকেই বেছে নেয় আত্মহত্যার মতো ভয়ংকর পথ। অন্যদিকে যৌতুক যেন বিয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌতুক আদায়ের জন্য যুবসমাজের মধ্যে বিয়েবিমুখ বা দেরিতে বিয়ে করার প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে। — **সমরেশ রায়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এইচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী*** ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : **Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com **www.rashtriyakhabar.com**

পটকায় বাঙলা শেখানোর প্রয়াস তীব্র গতিতে চলছে,সবাই কে নিজের মাতৃভাষা শেখা উচিত ঃ সুনীল কুমার দে

রসুনচোপা তে বাংলা শেখানোর স্কুল খোলা হলো

পটকা ঃ আজ তারিখ পয়লা অক্টোবর ২০২৩ বেলা ১১ টায় পটকার রসুনচোপা গ্রামে মাতাজী আশ্রমের সহযোগিতায় বাংলা শেখানোর স্কুল খোলা হলো।স্কুল টি খুললেন রসুনচোপার মা পার্বতী মহিলা সমিতি।সর্ব প্রথম ধুপ দ্বীপ জ্বেলে ও মা সরস্বতীর প্রতিকৃতি তে পুষ্প প্রদান করে শুভ কাজ টি শুরু করলেন পণ্ডিত সুধাংশু শেখর মিশ্র ও সবাই কে স্বাগত জানালেন।কমল কান্তি ঘোষ সরস্বতী সংগীত পরিবেশন করলেন ও ছেলে মেয়েদের আশীর্বাদ ও শুভ কামনা দিলেন।সমাজ সেবী সনত মণ্ডল বললেন,,আজ নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা কে বাঁচানোর দিন এসেছে।ঘরে ও বাইরে সবাই মিলে এর জন্য প্রয়াস ও সংগ্রাম করতে হবে।নিজেদের ভাষা যদি শেষ হয়ে যায় তা হলে নিজেদের পরিচিতি ও অস্তিত্ব ও শেষ হয়ে যাবে।বাংলা ভাষার প্রচারক,সমাজ সেবি ও সাহিত্যিক সুনীল কুমার দে সবাই কে শুভ কামনা জানিয়ে বললেন,, আমাদের মাতাজী আশ্রমের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা কে বাঁচানোর প্রয়াস চলছে ।এ জন্য গ্রামে গ্রামে বাংলা ভাষা শেখানোর স্কুল খোলা হচ্ছে।বর্তমান পোটকা অঞ্চলে মাতাজী আশ্রম হাতা,কালিকাপুর,খয়ের পাল,বড়ো ভূমরি,কোয়ালি,রাখা আদি জায়গায় বাংলা স্কুল চলছে।ধীরে ধীরে মানুষের মনে বাংলা শেখার ইচ্ছে বাড়ছে।নিজেদের মাতৃভাষা সবাই কে শেখা উচিত।তারপর উপস্থিত ছেলে মেয়েদের সাবাইকে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থাকে বাংলা পুস্তক বর্ণ পরিচয় ও সনত মণ্ডলের পক্ষ থেকে খাতা ও কলম দেওয়া হলো।সুনীল কুমার দে বাংলা শেখানোর প্রথম ক্লাস টি নিলেন।সবশেষে ধন্যবাদ দিলেন সমাজ সেবী মৃনাল পাল।এই বাংলা শিক্ষা দেওয়া হবে প্রতি রবিবার যা হবে নিশুলক।বাংলা ভাষা শেখাবেন বিমল মণ্ডল,শ্যামল মণ্ডল,কাজল মণ্ডল ও সন্ধ্যা রানী মণ্ডল। এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সুনীল কুমার দে,কমল কান্তি ঘোষ,সনত মণ্ডল,সুধাংশু শেখর মিশ্র ছাড়াও বলরাম গোপ,শিবতোষ নাগ,অপূর্ব গুহ,বিমল মণ্ডল,শ্যামল মণ্ডল,কাজল মণ্ডল,সন্ধ্যা রানী মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল ও ছাত্র ছাত্রী দের মধ্যে উপস্থিত ছিলো সুহন মণ্ডল,দেব মণ্ডল,কাকলি মণ্ডল,সিটু মণ্ডল,ঈশু মণ্ডল,করিনা মণ্ডল,সরস্বতী মণ্ডল,প্রিয়া হাঁসদা,জুলি মণ্ডল,রথী মণ্ডল,পায়েল মণ্ডল,কিরণ মণ্ডল,করিশমা মণ্ডল,অভিষেক মণ্ডল,পূজা মণ্ডল,রিয়া মণ্ডল প্রমুখ।

দুমাসের মধ্যে শেষ হবে মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির কাজ, প্রতিক্রিয়া সংসদের

নদীয়া ঃ নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মালিঘাটা বানপুর মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত সাংসদ জগন্নাথ সরকার।মালিঘাটা বানপুর সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ার সুবাদে এই মহাশ্মশানে পার্শ্ববর্তী মাজদিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ, বানপুর গোবিন্দপুর গেদে এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনেরা মরাদেহ দাহ করতে নিয়ে আসেন। কিন্তু এতদিন শ্মশানে কোন বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা ছিল না বলে মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের শবদেহ দাহ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। মূলত সেই কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি আইআরসিটিসির কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটি ফান্ড থেকে ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় বৈদ্যুতিক চুল্লিটি নির্মাণ কার্য শুরু করা হবে বলে এদিনের চুল্লি উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে জানান রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। পাশাপাশি চুল্লি নির্মাণ কার্যটি আগামী দু মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কোন রাজনৈতিক রঙ থাকাটা উচিত নয় বলেও দাবি করেন তিনি। সংসদ জগন্নাথ সরকার ছাড়াও এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাকলি দাস সহ বানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ হালদার, তালদহ মাজদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাসন্তী হালদার। এছাড়াও মানবকল্যাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জয়দীপ চৌধুরী ।তিনি বলেন, বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের কাজ এর মধ্যেই শুরু করা হবে। এবং আগামী দু মাসের মধ্যে চুল্লিটির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে তিনি আশাবাদী। উন্নয়নের কাজে সমস্ত পার্টির রং মুছে গিয়ে ভেদাভেদ মুছে গিয়ে একযোগে একত্রিত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করলেন । যা বর্তমান সমাজে দেখা যায় না । আমরাও এই ঐক্য মঞ্চ দেখে গর্বিত ও আপ্লুত ।

শিলিগুড়ি মাটিগাড়া এলাকায় নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় অভিযুক্ত মহম্মদ আব্বাসকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত শেষে ফের তোলা হলো শিলিগুড়ি আদালতে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মাটিগাড়া এলাকায় নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় অভিযুক্ত মহম্মদ আব্বাসকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত শেষে ফের তোলা হলো শিলিগুড়ি আদালতে। তার জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে ফের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিলো শিলিগুড়ি আদালত। আগামী ২৯ সে সেপ্টেম্বর আবার শুনানির তারিখ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, জাস্টিস ফর অভয়া নামক সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সকলের দাবি আব্বাসকে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হোক। উল্লেখ্য, ২১ শে অগাস্ট শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার কয়েক ঘঃটার মধ্যে লেলিন কলোনী এলাকা থেকে মহম্মদ আব্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার পর থেকে তার ফাঁসির দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন জগদীশ বর্মন নামে ওই ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা এক নম্বর ব্লকের বৈরাগীরহাট এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। জানা যায় জগদীশ বর্মন গতকাল রাতে যখন বাড়ি ফিরছিল সেই সময় দুইজন দুষ্কৃতী তার রাস্তা আটকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার গলায় আঘাত করে। ঘটনায় গুরুতর যখম হন জগদীশ বর্মন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। জগদীশ বর্মনের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিজের বৌদিকে গলা কেটে খুন করল দেওর...

জলপাইগুড়ি ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে দেওর - এর হাতে খুন হতে হলো বৌদিকে। রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনা। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা বাজারে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নাগরাকাটা বাজার এলাকার বাসিন্দা বিনোদ গোয়েলের স্ত্রী কবিতা গোয়েলের সাথে বিনোদের ভাই অর্থাৎ কবিতার দেওর টিংকু গোয়েলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মাঝে মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। গত রবিবার রাতেও সেই অশান্তি লেগেছে। এরপরই যখন অশান্তি চরমে ওঠে ঠিক সেই সময় নিজের বৌদিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে দেয় দেওর টিংকু গোয়েল । ফলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার। ঘটনার খবর পেয়ে পৌছায় নাগরাকাটা থানার পুলিশ। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।অন্যদিকে খুন করার পর অবশ্য টিংকু গোয়েল নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে বলে জানা গেছে। ঘটনায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে অন্যদিকে মৃত কবিতা গোয়েলের স্বামী বিনোদ গোয়েলকে পুলিশ আটক করে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

স্বর্গীয় কৃষ্ণ চন্দ্র পালের চতুর্থ বর্ষ প্রয়াণ দিবস উদ্যাপন

শিলিগুড়ি ঃ কৃষ্ণ চন্দ্র পাল স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্দ্যোগে পালন করা হলো ২৩নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা তৃণমূল নেতা স্বর্গীয় কৃষ্ণ চন্দ্র পালের চতুর্থ বর্ষ প্রয়াণ দিবস। এদিন সূর্যনগর মাইকেল স্কুলের পাশে অবস্থিত কৃষ্ণ চন্দ্র পালের আবক্ষ্য মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ ওয়ার্ড কাউন্সিলর লক্ষী পাল ও ওয়ার্ডবাসীরা।

মালদা থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বেহুলা সেতুর পিলারে ফাটল দেখা দেওয়ায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে

মালদা ঃ মালদা থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বেহুলা সেতুর পিলারে ফাটল দেখা দেওয়ায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই সেতুর সংস্কার না হওয়ার কারণেই এই বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। যে কোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও করছেন বিভিন্ন যানবাহন চালক সংগঠন এবং পুরাতন মালদা ব্লকের বেহুলা গ্রামের বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত এনএইচআইএ (ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) কর্তৃপক্ষকে বেহুলা সেতু সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন বিভিন্ন যানবাহন সংগঠন এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা।যদিও এব্যাপারে এনএইচআইএ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে অবস্থিত রয়েছে বেহুলা সেতুটি। প্রায় ৮০ মিটার লম্বা এই সেতুটি বহু পুরনো। এখান দিয়েই বয়ে গিয়েছে মহানন্দার শাখা নদী হিসাবে পরিচিত বেহুলা নদী। প্রতিদিনই এই সেতু দিয়ে কয়েক হাজার যানবাহন চলাচল করে। পণ্যবাহী লরি থেকে সরকারি বেসরকারি বাস সহ আরো বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের চাপে এই বেহুলা সেতুটি ধীরে ধীরে বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। ফলে মালদার গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটি সংস্কারের প্রয়োজন বলে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।পুরাতন মালদার অধিকাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, মান্ধাতার আমলে তৈরি হওয়া এই বেহুলা সেতুটির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এই সেতুর পিলারের তিনটি জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে এনএইচআইএ কর্তৃপক্ষকে অনেকেই বিষয়টি জানিয়েছে। কিন্তু কোনভাবেই তারা গুরুত্ব দিতে চাইছে না বলে অভিযোগ।তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল জানিয়েছেন , পুরাতন মালদার জাতীয় সড়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে বেহুলা সেতুটি। প্রতিদিনই অসংখ্য যানবাহন চলাচল করছে। কিন্তু এখন শোনা গিয়েছে সেতুর পিলারের তিনটি জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ সংস্থা এনএইচআইএ কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকার কারণে সেতু সংস্কার হচ্ছে না। আমরা চাই অবিলম্বে এই সেতু সংস্কারের কাজ করা হোক ।পুরাতন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা জানিয়েছেন, এই বিষয়ে কিছু জানা ছিল না। কিছু মানুষের কাছে থেকে বিষয়টি শুনেছি। খুব শীঘ্রই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবো।এদিকে পুরাতন মালদা ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বেহুলা সেতুর পিলারে ফাটল প্রসঙ্গ নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ইতিমধ্যে এনএইচআইএ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে।

প্রযোজকের অনৈতিক প্রস্তাব, যেভাবে সামলেছেন এই বলিউড অভিনেত্রী

মুম্বাই ঃ প্রযোজকের কাছ থেকে অনৈতিক প্রস্তাব পাওয়ায় এবার মুখ খুললেন বলিউড অভিনেত্রী এষা গুপ্ত। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে এষার একাধিকবার অনৈতিক প্রস্তাব পাওয়ার ঘটনা। তবে বুদ্ধি করে পরিস্থিতি ঠিকই সামলে নিয়েছেন তিনি।

এষা গুপ্ত জানান, ক্যারিয়ারে বেশ কয়েকবার অনৈতিক প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। একবার তাঁকে এ ধরনের প্রস্তাব দেন সিনেমার সহপ্রযোজক। প্রস্তাব পাওয়ামাত্রই ওই সিনেমার শুটিং শেষ না করেই ফিরে আসেন এষা। পরে প্রযোজকও ছবি থেকে এষাকে বাদ দেন।

অভিনেত্রীর দাবি, ওই ঘটনার পর অনেক প্রযোজক, পরিচালকই তাঁকে সিনেমায় নেননি। এষার ভাষ্যে, 'ওই প্রযোজক আমাকে বলেন, কিছু না করতে পারলে তোমাকে ছবিতে নিয়ে লাভ কী। ওই ঘটনার পর আমি অনেকগুলো কাজের সুযোগ হারাই।'

আরেকটি ঘটনার উদাহরণ দিয়ে এষা জানান, একবার আউটডোর শুটিংয়ের সময় প্রযোজক তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলেন।

এরপর কী হয়েছিল তা শোনা যাক অভিনেত্রীর মুখেই, 'তিনি ভেবেছিলেন, আউটডোর শুটিংয়ে হয়তো সুযোগ নেওয়া সহজ হবে। কিন্তু আমিও কম বুদ্ধি রাখি না। তাঁকে বলে দিই আমি একা ঘুমাচ্ছি না, আমার রুমে মেকআপশিল্পীও আছেন।'

ক্যারিয়ারে নানা সময়ে অনৈতিক প্রস্তাব পাওয়ার ঘটনা প্রকাশ করলেও কোন প্রযোজক তাঁকে এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা অবশ্য জানাননি এই অভিনেত্রী।

২০১২ সালে 'জান্না ২' দিয়ে অভিষেক হয় এষা গুপ্তর। এরপর আরও দুএকটি সিনেমা করলেও পরের দিকে আর সেভাবে কাজ পাননি তিনি।

তবে গত বছর ওয়েব সিরিজ 'আশ্রম' দিয়ে নজর কাড়েন। এখন বেশ কয়েকটি প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত তিনি।

সবার কাছে নাটক, তাঁদের কাছে পরীক্ষা

ঢাকা ঃ চরিত্র মোটে তিনটি। এক যুবতী, তাঁর প্রেমিক ও এক প্রৌঢ়। যুবতী ও তাঁর প্রেমিক চারুকলার শিক্ষার্থী, আর প্রৌঢ় শিক্ষক। এই তিন চরিত্রের জটিল, ত্রিভুজ মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের গল্প নিয়ে সৈয়দ শামসুল হকের নাটক ঈর্ষা যদি আপনি দেখতে চান, ৫ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় হাজির হতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রের মিলনায়তনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স বিভাগের বার্ষিক উৎসব শুরু হচ্ছে ২ অক্টোবর। চলবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। উৎসবে মঞ্চস্থ হবে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি বাংলা নাটক। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা ও রাত আটটায় দুটি করে নাটক দেখানো হবে। উদ্বোধনের দিন থাকবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর।

এই নাট্যোৎসবের বিশেষত্ব তিনটি।

প্রথমত, নাটক যাঁরা পরিচালনা করছেন, তাঁরা পেশাদার কোনো পরিচালক নন। স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী।

দ্বিতীয়ত, এটি নিছক নাটকের উৎসবই না। ১৫ শিক্ষার্থীর ১০০ নম্বরের ফাইনাল পরীক্ষাও। প্রদর্শনীর দিন শিক্ষকেরা খাতাকলম নিয়ে নম্বরও দেবেন। কেবল পরিচালকেরাই শিক্ষার্থী নন, ১৫টি নাটকে অভিনয় থেকে শুরু করে মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা, রূপসজ্জায় যাঁরা থাকবেন, তাঁরা সবাই কোনো না কোনো বর্ষের শিক্ষার্থী। উৎসবের ভেতর দিয়ে তাঁরা সবাই কোনো না কোনো কোর্সের পরীক্ষা দেবেন!

তৃতীয়ত, এত দিন পর্যন্ত উৎসবে সব ধরনের নাটকই থাকত। এবারই প্রথম কেবল বাংলা নাটক দিয়েই হচ্ছে উৎসব। এরপর হয়তো কেবল ইংরেজি, মার্কিন, গ্রিক বা রোমান নাটক অথবা ভারতীয় বা নির্দিষ্ট কোনো নাট্যকারের নাটক দিয়ে হবে উৎসব।

বিভাগের চেয়ারপারসন কাজী তামান্না হক জানান, তাঁদের বিভাগে পড়াশোনা মানে কেবল কাগজকলমের পড়াশোনা না। শিক্ষার্থীদের অনেক সময় নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় চরিত্র পর্যবেক্ষণের জন্য। মুমূর্ষু রোগী, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, যৌনকর্মী, চিকিৎসক থেকে শুরু করে রিকশাচালক সবাইকে চিনতে হয় খুব কাছ থেকে। সংগত কারণেই বিভাগের সবাই সবাইকে চেনেন। কেননা, পড়ার বিষয়ের সঙ্গে মানুষে মানুষে সম্পর্কের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তামান্না বলেন, 'একজন হয়তো থিওরি পরীক্ষায় খারাপ করেছে, অথচ দেখা গেল অভিনয়ে সেই সেরা। আরেকজন হয়তো ভালো লিখতে পারে, কিন্তু যোগাযোগের দক্ষতা নেই বিশেষ। আমাদের কাজ যার ভেতরে যে প্রতিভা আছে, সেটা বের করে আনা। যেন সে ভবিষ্যতে তার শক্তিশালী দিকটা পেশাজীবনে কাজে লাগিয়ে ভালো করতে পারে।'

এই শিক্ষক আরও জানালেন, পাঁচ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা এত পরিশ্রম করেন যে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব রকম অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়ে যায়, এটা অনেকটা 'সারভাইভাল ট্রেনিংয়ের মতো।

এই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, বিভাগ থেকে বের হয়ে তাঁরা অন্যদের তুলনায় যেকোনো জায়গায় যেকোনো পরিস্থিতিতে সহজেই মানিয়ে নিতে পারেন। এভাবেই এই বিভাগের প্রাক্তনদের জীবনে পথচলা সহজ হয়ে গেছে।

রিফাত জাহানের নেতৃত্বে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কলাভবন, টিএসসি, নাট্যমঞ্চে সেলিম আল দীনের লেখা সংবাদ কার্টুন নাটকের রেওয়াজ চলছে। এই নাটকটি বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে রিফাত বলেন, এটা ১৯৭৩ সালে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর লেখা। তখন অনেকেই অস্ত্র জমা দেয়নি। কে পুলিশ, কে হাইজ্যাকার চেনা দায়।

নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদকে এবারের নাট্যোৎসবে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হবে। এর আগে সেলিম আল দীন, ফেরদৌসী মজুমদার, সৈয়দ শামসুল হক, আলী যাকের, আতাউর রহমান, রামেন্দু মজুমদার ও আসাদুজ্জামান নূর এই সম্মাননা পেয়েছেন।

গম্ভীর জানালেন বিশ্বকাপে ৩-৪টি সেঞ্চুরি পাবেন বাবর

কলকাতা ঃ গৌতম গম্ভীর যে চারটি দলকে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে দেখছেন, তাদের মধ্যে পাকিস্তান নেই। ভারত, ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সেমিফাইনালের ভবিষ্যদ্বাণীতে নিউজিল্যান্ডকে রেখেছেন ভারতের সাবেক এই ওপেনার। তবে দল হিসেবে পাকিস্তান ভালো কিছু করতে পারবে না মনে করলেও বাবর আজমের ব্যাটিং দেখতে অধীর আগ্রহে বসে আছেন গম্ভীর। ক্রিকেট ছাড়ার পর রাজনীতিতে যোগ দিয়ে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়া গম্ভীর সপ্তাহখানেক আগেই বলেছেন, এবারের বিশ্বকাপে 'আগুন লাগিয়ে দিতে পারে বাবর'। পাকিস্তান অধিনায়কের সেই আগুন কেমন হতে পারে, এবার সেটি নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন গম্ভীর। তাঁর ধারণা, ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর ব্যাটসম্যান এবারের বিশ্বকাপে ৩-৪টি সেঞ্চুরি পেতে পারেন।

২৮ বছর বয়সী বাবর এবার খেলবেন নিজের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। ২০১৯ বিশ্বকাপে ৮ ইনিংসে ১ সেঞ্চুরি ও ৩ ফিফটিতে বাবর করেছিলেন ৪৭৪ রান, যা ছিল টুর্নামেন্টের অষ্টম সর্বোচ্চ। গত চার বছরে বিশ্ব ক্রিকেটে বাবর নিজেকে আরও ওপরে তুলেছেন। চলতি বছরেই ওয়ানডেতে ১৫ ইনিংসে ৮ বার ছুঁয়েছেন ৫০ রান। এর দুটিতে সেঞ্চুরি ছোঁয়া বাবরই এখন ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ১ নম্বর ব্যাটসম্যান।

এবারের বিশ্বকাপের সেরা ১১ খেলোয়াড় কারা হতে পারেন, এ নিয়ে দর্শক ও বিশ্লেষকদের নিয়ে একটি জরিপের আয়োজন করেছে স্টার স্পোর্টস। এ তালিকায় ৪ নম্বর পজিশনের জন্য নির্বাচিত হওয়া বাবরকে নিয়ে কথা বলেন গম্ভীর। বাবরকে নিয়ে প্রত্যাশার কথা জানাতে গিয়ে তাঁর সামর্থ্যের বিষয়টি টেনে এনেছেন ভারতের ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী দলের ওপেনার, 'বাবর আজমের যে টেকনিক, তাতে আমার মনে হয় পাকিস্তানের হয়ে বিশ্বকাপে সে তিন-চারটি সেঞ্চুরি করবে।' এর আগে গত সপ্তাহে স্টার স্পোর্টসের এক অনুষ্ঠানে গম্ভীর বাবরকে নিয়ে বলেছিলেন, 'বাবর আজম এই বিশ্বকাপে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। খুব কম খেলোয়াড়ই দেখেছি, যারা এতটা সময় নিয়ে খেলতে পারে। অবশ্য রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, কেইন উইলিয়ামসন, জো রুট, ডেভিড ওয়ার্নার আছে, তবে বাবরের সামর্থ্য ভিন্ন পর্যায়ের।'বিশ্বকাপে বাবরের দলের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে ৬ অক্টোবর, হায়দরাবাদে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান।

অস্ট্রেলিয়ার নেটে বোলিং করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন অশ্বিনের 'কার্বন কপি'

কলকাতা ঃ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতোই বোলিং অ্যাকশন তাঁর। অফ স্পিন, টপ স্পিন, নাকল বল, ক্যারম বল, স্লাইডার সবকিছুতেই অশ্বিনকে অনুকরণ করেন। এমনকি উইকেট উদ্‌যাপনও হুবহু! সে কারণে মহেশ পিথিয়া দ্রুতই পরিচিতি পান 'অশ্বিনের কার্বন কপি', 'ক্লোন অব অশ্বিন', 'অশ্বিনের ডুপ্লিকেট', 'অশ্বিন ২.০' ইত্যাদি নামে। সেই পিথিয়াকে বিশ্বকাপ দলে নেট বোলার হিসাবে কাজ করতে ডেকে পাঠিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ৪ অক্টোবরের মধ্যে তাঁকে চেন্নাইয়ে ডেভিড ওয়ার্নার-স্টিভেন স্মিথদের সঙ্গে যোগ দিতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু রেকর্ড পাঁচবারের ওয়ানডে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন পিথিয়া।

২১ বছর বয়সী পিথিয়া বর্তমানে খেলছেন ভারতের গুজরাট রাজ্যের দল বড়োদার হয়ে। এর আগেও অস্ট্রেলিয়ার দলে নেট বোলার হিসেবে কাজ করেছেন। নেটে স্মিথকে তাঁর বোলিংয়ের ভিডিও ইউটিউবে খুঁজলেই পাওয়া যায়। সর্বশেষ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে পিথিয়া অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে কাজ করেছেন। অশ্বিনের মতোই বোলিং অ্যাকশনের কারণেই তাঁকে নেওয়া হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ানদের ধারণা ছিল, নেটে পিথিয়াকে সামলাতে পারলে মূল ম্যাচে গিয়ে অশ্বিনকেও সামলানো সহজ হবে। তবে অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্টের সেই পরিকল্পনা কাজে দেয়নি। ৪ ম্যাচে ২৫ উইকেট নিয়ে অশ্বিনই হয়েছিলেন সর্বশেষ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি।

শুধু ওই সিরিজই নয়, তিন সংস্করণ মিলিয়ে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি ১৪৪ উইকেট অশ্বিনেরই। ৮ অক্টোবর সেই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচটা আবার অশ্বিনের জন্মশহর চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে! এ পরিস্থিতিতে 'অশ্বিনের কার্বন কপি' মহেশ পিথিয়াই ছিলেন ওয়ার্নার-স্মিথদের ভরসা। কিন্তু হুটহাট ডাক পড়ায় এবার পিথিয়া প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। পিথিয়াকে অস্ট্রেলিয়ার আচমকা প্রস্তাব পাঠানোর কারণও ছিল। অশ্বিন যে ভারতের বিশ্বকাপ দলেই ছিলেন না! এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পাওয়া অক্ষর প্যাটেল এখনো সেরে না ওঠাতেই শেষ মুহূর্তে অভিজ্ঞ অশ্বিনে সওয়ার হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

বিশ্বকাপ দলে ডাক পাওয়ার আগে ২০ মাস পর ভারতের ওয়ানডে দলে ফিরেছেন অশ্বিন। ৩৭ বছর বয়সী স্পিনার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই সদ্যসমাপ্ত সেই সিরিজে ২ ম্যাচ খেলে ২২ গড়ে, ৫.১৭ ইকোনমি রেটে নিয়েছেন ৪ উইকেট। সে কারণেই ২১ বছর বয়সী পিথিয়াকে তড় ঘড়ি ডেকে পাঠানো।

অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'স্পোর্টস্টার'কে পিথিয়া বলেছেন, 'আমার কাছে প্রস্তাবটা অবশ্যই রোমাঞ্চকর ছিল। কিন্তু আমি বর্তমানে বড়োদা দলের অংশ। আগামী মাসে আমাদের ঘরোয়া মৌসুম শুরু হচ্ছে। তাই ওই প্রস্তাব নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি আমাদের কোচের সঙ্গেও কথা বলেছি। তারপর ওদের (অস্ট্রেলিয়া দল) জানিয়ে দিয়েছি, এবার ক্যাম্পে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

অশ্বিন শেষ মুহূর্তে ভারতের বিশ্বকাপ দলে ঢুকে পড়াতেই যে অস্ট্রেলিয়া দল তড়িঘড়ি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে, সেটাও স্পষ্ট করেছেন পিথিয়া, 'যখনই বিসিসিআই অক্ষরের জায়গায় অশ্বিনকে বিশ্বকাপ দলে নিল, সঙ্গে সঙ্গে তারাও (অস্ট্রেলিয়া) আমাকে ডেকে পাঠাল। আন্তর্জাতিক দলের সঙ্গে কাজ করতে পারা সব সময়ই রোমাঞ্চকর ব্যাপার। কিন্তু (এই মুহূর্তে) আমার অগ্রাধিকার ঘরোয়া ক্রিকেট। বড়োদার হয়ে খেলেই আমি এত দূর এসেছি। সামনে লম্বা ঘরোয়া মৌসুম থাকায় আমার কাছে মনে হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া দলে যোগ না দিয়ে নিজের খেলায় মনোযোগী হওয়া উচিত।'

মিলারের বিশ্বাস, এবারের বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশেষ কিছু করতে পারে

হায়দরাবাদ ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বিশ্বকাপ ইতিহাস মানেই একটার পর একটা দুঃখগাথা! ব্যাট ফেলে রেখে দৌড়, বৃষ্টির হানায় স্বপ্নভঙ্গ আর ভুল অঙ্ক কষা এভাবেই রচিত হয়েছে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার একের পর এক দুঃখের গল্প। দুয়ারে যখন আরেকটি বিশ্বকাপ, তখন অতীতের সব দুঃখ ভুলে বা বেদনার স্মৃতিগুলো স্মরণ করে আবার আশায় বুক বাঁধছে প্রোটিয়ারা। আবার তারা স্বপ্ন দেখছে ভালো কিছুর। দক্ষিণ আফ্রিকানদের আশা জোগাচ্ছে বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটি। যে সিরিজে তারা ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও জিতেছে ৩-২ ব্যবধানে। দলটির ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলার মনে করেন, এবারের বিশ্বকাপে প্রোটিয়ারা ভালো কিছু করতে পারে। ৩৪ বছর বয়সী মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান মিলার বলেছেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে বিশেষ কিছু করতে পারি। বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা এখনো বিশ্বকাপ জিতিনি। তাই লুকানোর কিছু নেই।' বিশ্বকাপে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার জিততে না পারার বিচিত্র সব কারণ আছে। ১৯৯২ বিশ্বকাপের বৃষ্টিবিঘ্নিত সেমিফাইনালে ১ বলে ২২ রান করতে হতো দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ১৯৯৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিফাইনাল ম্যাচটি টাই হয়েছিল। সেই ম্যাচে অহেতুক এক দৌড় দিয়েছিলেন ল্যান্স ক্লুজনার। রানআউট হয়ে যান অন্য প্রান্তের সঙ্গী অ্যালান ডোনাল্ড, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং কোচ। ক্লুজনার-ডোনাল্ডের ভুল বোঝাবুঝিতে দুই যুগ আগের সেই সেমিফাইনাল টাই হয়। কিন্তু সুপার সিক্সে মুখোমুখি লড়াই ও নেট রানরেটে এগিয়ে থাকায় ফাইনালে ওঠে অস্ট্রেলিয়া। এরপর ২০০৩ বিশ্বকাপে প্রথম পর্বের বৈতরণীই পেরোতে পারেনি প্রোটিয়ারা। সেবার বৃষ্টিবিঘ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের শেষ দিকে জয়ের জন্য কত বলে কত রান লাগবে, সেই হিসাব গুলিয়ে ফেলেছিল তারা। ড্রেসিংরুম থেকে উইকেটে থাকা ব্যাটসম্যান মার্ক বাউচারকে ভুল বার্তা পাঠানো হয়েছিল।

অতীতের এসব ভুতুড়ে ভুলগুলো নিয়ে পড়ে থাকতে রাজি নন মিলার। তিনি বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ওইসব বিষয় কাঁধে নিয়ে বাঁচি না। অতীত অতীতই। এর প্রভাব আমার ওপরে পড়ে না। বিষয়টা হলো, আপনার সামনে কী আছে...পরের বল, আপনার পরের মুহূর্ত।' দক্ষিণ আফ্রিকা এবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৪ নম্বর দল হিসেবে। ব্যাটসম্যানদের ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা ১৫-তে তাদের চারজন ব্যাটসম্যান আছেন। আর এই দলে সবার মানসিকতাই মিলারের মতো, তিনি নিজেই এমনটা বলেছেন। সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসী মিলার, 'আমরা এটাকে (এবার বিশ্বকাপ) ইতিহাস গড়ার সুযোগ হিসেবে দেখছি। কী এক দুর্দান্ত সুযোগ এটা! ভালো খেলতে পারলে আমাদের খুব ভালো সুযোগ আছে।' এ ক্ষেত্রে মিলারকে আশা জোগাচ্ছে সাম্প্রতিক ফর্ম, 'চার বছর ধরে আমরা ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলে আসছি।'

গুয়াহাটিতে হার্দিক পান্ডিয়া হোটেলে কক্ষই বরাদ্দ পাননি, কেন?

কলকাতা ঃ গুয়াহাটিতে ভারত-ইংল্যান্ড প্রস্তুতি ম্যাচটি গতকাল বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। এ ঘটনার আগে ভারতের টিম হোটেলে বাজে একটি ব্যাপারই ঘটে গিয়েছিল। ভারত দল হোটেলে পৌঁছানোর পর দেখা গেল সহ-অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার নামে কোনো কক্ষই বরাদ্দ নেই! অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিসহ দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা যাঁর যাঁর কক্ষে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পান্ডিয়া কী করবেন? তাঁর নামে যে কোনো কক্ষই বরাদ্দ দেওয়া ছিল না! ভুলটি আসলে ছিল হোটেল কর্তৃপক্ষের। নিজেদের ভুলটা বুঝতে পেরে তখনই সেটার সমাধান করে ফেলে তারা। পান্ডিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই কক্ষ বরাদ্দ পেয়েছেন।

ভারত দল গুয়াহাটিতে পৌঁছানোর আগেই হোটেল কর্তৃপক্ষ সবার কক্ষ বরাদ্দ দেয়। যাঁর যাঁর কক্ষ নম্বর জানিয়ে ই-মেইলও করে তারা। রোহিত-কোহলিসহ সবাই হোটেল কর্তৃপক্ষের ই-মেইল পেলেও পাননি পান্ডিয়া। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হোটেল কর্তৃপক্ষ ভারতের সহ-অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার বদলে ভুলে কক্ষ বরাদ্দের ই-মেইল পাঠিয়েছেন আরেক হার্দিক পান্ডিয়াকে। হোটেল কর্তৃপক্ষ যাঁকে ই-মেইল করেছিলেন, সেই হার্দিক পান্ডিয়া বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন।

গুয়াহাটির র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলের ই-মেইল পেয়ে তিনি যারপরনাই অবাক হয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে টুইটও করেছেন ওই ব্যক্তি। লিখেছেন, 'আমি গুয়াহাটির র‍্যাডিসন ব্লু হোটেল থেকে কক্ষে ওঠার অনুমতির একটি ই-মেইল পেয়েছি...গুয়াহাটিতে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা আমার নেই।'

আফগানিস্তানে পাকিস্তানি তালেবান কমান্ডারদের ওপর রহস্যজনক হামলা বাড়ছে কেন?

কাবুল (ওয়েবডেস্ক)ঃ আফগানিস্তানের ক্ষমতায় তালেবানরা ২০২১ সালের অগাস্টে ফিরে আসার পর থেকেই সেদেশে নিষিদ্ধ চরমপন্থী সংগঠন তেহরিক ই তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কমান্ডারদের ওপর হামলা বাড়ছে। বিবিসি মনিটরিং পাকিস্তান ও আফগান গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি দেখে জানতে পারছে যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের হামলায় টিটিপির ১৮ জন কমান্ডার নিহত বা আহত হয়েছেন।

পাকিস্তানের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, এ ধরণের সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে গত ১২ই সেপ্টেম্বর, যাতে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে আইইডি বিস্ফোরণে টিটিপি প্রধান মুফতি নূর ওয়ালি মেহসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বাদশাহ খান মেহসুদ নিহত হয়েছেন।

একই প্রদেশের আরেক সিনিয়র টিটিপি কমান্ডার আহমেদ হুসেন ওরফে ঘাট হাজি গত ২৫শে অগাস্ট মারা যান। ঘটনাচক্রে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টিটিপি এই টার্গেট কিলিংগুলির খবর নিশ্চিতও করেনি আবার অস্বীকারও করেনি। তালেবানরা কাবুল দখল করার মাস চারেক পর থেকেই এধরনের হামলা শুরু হয়।

পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী বা কোনও চরমপন্থী গোষ্ঠীই এইসব হামলার দায় স্বীকার করেনি।

টিটিপির অন্তত ১৮ জন কমান্ডার ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত নিহত বা আহত হয়েছেন।

এই কমান্ডাররা টিটিপির পাঁচটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পূর্বতন জামাত উল আহরার গ্রুপের আটজন, সোয়াত ও মেহসুদ গ্রুপের তিনজন করে, বাজৌরের দুজন এবং ডারা আদম খেল গোষ্ঠীর একজন।

গিলগিট বালতিস্তানের বাসিন্দা টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুফতি খালিদ বুলি্তকেও নিশানা করা হয়েছিল। তিনি করাচিতে পাকিস্তানি তালেবানে যোগ দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের চারটি প্রদেশে এসব হামলার ঘটনা ঘটেছে। নানগরহরে আটটি, কুনারে পাঁচটি, চারটি পাকতিকায় এবং কান্দাহারে একটি হামলা হয়েছে। আইইডি বিস্ফোরণ, নিশানা করে হত্যা, অপহরণ এবং বিষ দিয়ে মেরে ফেলা ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে এইসব হত্যা করা হয়েছে।

হামলার সাম্প্রতিকতম শিকার হলেন বাদশাহ খান মেহসুদ এবং আহমেদ হুসেন ওরফে ঘাট হাজী।

গত ১৫ই জুলাই কাবুল ভিত্তিক আফগান ইসলামিক প্রেস নিউজ এজেন্সি বিভিন্ন সূত্র উদ্ধৃত করে জানায় যে, নানগরহর প্রদেশের রাজধানী জালালাবাদে টিটিপি নেতা মুফতি নূর ওয়ালি মেহসুদের ওপর হামলা হয়েছে এবং তার কয়েকজন দেহরক্ষী নিহত হয়েছেন।

তবে তালেবান পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র আবদুল বাসির জাবুলি বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন যে ওই প্রদেশে টিটিপির কোনও উপস্থিতিই নেই।

এর আগে গত ২০শে জুন 'দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন' পত্রিকায় লেখা হয়, নানগরহরে টিটিপি কমান্ডার সারবাকাফ মুহম্মদকে বিষ প্রয়োগে করে হত্যা করা হয়েছে। জামাত উল আহরারের সিনিয়র কমান্ডার মি. মুহাম্মদ গত ৩০শে জানুয়ারি পেশোয়ার পুলিশ লাইন্সের মসজিদে যে আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল, তার দায় স্বীকার করেছিলেন ।

বেসরকারি সংবাদ চ্যানেল জাভিয়া নিউজও মি. মুহাম্মদের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করে বলেছে যে আফগান তালেবানের দুজন সদস্য, যারা টিটিপিতে যোগ দিতে সীমান্ত অতিক্রম করতে চেয়েছিলিনে, তারা কাবুল এবং ময়দান ওয়ারদাগ প্রদেশে রহস্যজনকভাবে নিহত হয়েছেন।

নানগরহরের সীমান্তবর্তী জেলা লালপুরায় গত ২৫শে জুন এক আইইডি হামলায় জামাত উল আহরারের আরও দুই কমান্ডার ক্বারী ইমরান ওরাকজাই ও আতিফ মুহাম্মদ গুরুতর আহত হন। জুলাই মাসে টিটিপির তিন কমান্ডার তারিক সোয়াতি, মুহম্মদ দাউইজাই ও সফদরকে পৃথক হামলায় নিশানা করা হয়েছিল।

পাকিস্তানি প্রশাসনের মতে সেদেশের খাইবার পাখতুনখোয়ার দাসু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে চীনা প্রকৌশলীদের ওপরে যে আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল ২০২১ সালের ১৪ই জুলাই, তার মূল চক্রী ছিলেন মি. সোয়াতি। তিনি টিটিপির সোয়াত গ্রুপের সদস্য ছিলেন এবং ২০২৩ সালের ১০ই জুলাই কুনার প্রদেশে নিহত হন। পাকতিকা ও নানগরহর প্রদেশে পৃথক দুটি হামলায় গত ১৪ই জুলাই মি. জাওয়াইজাই নিহত ও ২০শে জুলাই মি. সফদর আহত হন। পাকিস্তানি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, গত ১৭ই অগাস্ট নানগরহরের লালপুরা জেলায় বিমান হামলায় নিহত হন জামাত উল আহরার। অন্যান্য গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে অবশ্য বলা হয় যে তিনি আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

তালেবানের প্রত্যাবর্তনের পর সবথেকে বড় হত্যাকাণ্ডের খবর আসে ২০২২ সালের ১০ই জানুয়ারি, যাতে টিটিপির মুখপাত্র মুফতি খালিদ বুলি্ত নিহত হন। পাকিস্তান সীমান্তের কাছে নানগরহর প্রদেশে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। আফগান সরকার ও মার্কিন বাহিনীর হাতে ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে ধরা পড়েন তিনি। কিন্তু যখন তালেবানরা ফিরে আসার পরে তিনি এবং তার কয়েকশো টিটিপি সদস্যকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মি. বুলি্তকে প্রতিবেশী কুনার প্রদেশে দাফন করার সময়ে কয়েকশো টিটিপি সমর্থক হাজির হয়েছিলেন।

'উমর মিডিয়া'তে টিটিপির মুখপাত্র মুহম্মদ খুরাসানি তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে মি. বুলি্তর মৃত্যু হয় নয়ই জানুয়ারি তারিখে।

দ্বিতীয় হামলা হয় ২০২২ সালের ১৯ই জানুয়ারি, যেদিন কুনারে একটি আইইডি বিস্ফোরণে তার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই হামলায় সিনিয়র কমান্ডার মুফতি বুরজান মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তার এক সহকর্মী মারা যান।

মি. বুরজান টিটিপির দক্ষিণাঞ্চলের মিলিটারি কমিশনের প্রধান ছিলেন।

কুনার এবং পাকতিকা প্রদেশে গত সাতই আগস্ট দুটি পৃথক হামলায় আরও দুজন কমান্ডার নিহত হন।

টার্গেট কিলিং ?

টিটিপির প্রভাবশালী কমান্ডার এবং জামাত উল আহরার গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা উমর খালিদ খুরাসানি ও তার এক সহযোগী পাকতিকা প্রদেশে ও কুনারে এক অন্য আইইডি বিস্ফোরণে উকাবি বাজোরি নিহত হন।

টিটিপির মুখপাত্র মুহম্মদ খুরসানি নয়ই অগাস্ট জারি করা এক বিবৃতি দিয়ে ওই দুজনের মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেন ।

খুন হওয়া টিটিপির কমাণ্ডারদের মধ্যে উমর খালিদ খুরাসানিই সবথেকে উঁচু পদে আসীন ছিলেন।

জামাত উল আহারের গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত দুই টিটিপি কমাণ্ডার বিসমিল্লাহ ওরফে আসাদুল্লাহ পহেলওয়ান আর মুদাসিন ইকবাল নিহত হন ২০২২ সালে ছয়ই অক্টোবর। কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোল্ডাক জেলায় মি. পহেলওয়ানকে নিশানা করে খুন করা হয়। অন্যদিকে মি. ইকবালকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা নানগরহর থেকে অপহরণ করে এবং পরে তার মৃতদেহ রাস্তার পাশে পাওয়া যায়।

সোয়াত গ্রুপের টিটিপি কমান্ডার সইফুল্লাহ বাবুজিকে নানগরহারে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ২০২২ সালের ১৭ই নভেম্বর । তিনি টিটিপির উপপ্রধান মুফতি মুজাহিমের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

কুনার প্রদেশে ২০২২ সালের নয়ই অক্টোবর এক আইইডি বিস্ফোরণে টিটিপি বাজৌর গোষ্ঠীর কমান্ডার আবদুল্লাহ বাজৌরি গুরুতর আহত হন।

ওই একই প্রদেশে ২০২৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি এক আইইডি বিস্ফোরণে জামায়াতুল আহরার গোষ্ঠীর আরেক কমান্ডার শামশির মুহম্মদ, তার কন্যা ও চারজন সহযোগী নিহত হন।

বিবিসি মনিটরিংয়ের সংগৃহীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী টিটিপির মুখপাত্র মুহম্মদ খুরাসানি মাত্র তিনজন কমান্ডারের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদের মধ্যে মি.বুলি্ত, উমর খালিদ খুরাসানি এবং মি. উকাবির খুন হওয়ার ঘটনাগুলো আছে। বাকি হামলা ও নিশানা করে হত্যার ঘটনাগুলি মি.খুরাসানি নিশ্চিতও করেন নি, আবার অস্বীকারও করেননি।

আফগানিস্তানে যে টিটিপির অস্তিত্ব রয়েছে, সেটা আড়াল করার জন্যই হয়তো এই নীরবতার নীতি নিয়েছে তারা।

পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ২০২২ সালের শেষের দিকে সমঝোতার পর থেকেই টিটিপি কঠোরভাবে এই নীতি অনুসরণ করেছে। সেই আলোচনা হয়েছিল কাবুলে। পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে টিটিপির শেষ বৈঠক হয় ২০২২ সালের ২৬শে জুলাই।

সর্বশেষ যে বার্তা টিটিপি তাদের কমাণ্ডারদের পাঠিয়েছে ১৪ই সেপ্টেম্বর, সেখানে বলা হয়েছে যে সংগঠনে আফগানদের যেন নেওয়া না হয়।

ওই বার্তায় বলা হয়েছে যে সব 'শ্যাডো গভর্নর'কে কঠোরভাবে জানানো হচ্ছে যে তারা যেন সংগঠনে কোনও আফগানকে নিযোগ না করে। (এই নির্দেশ) লঙ্ঘন করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং কাউকে অভিযোগ জানানোর সুযোগও দেওয়া হবে না।

এই হত্যাকাণ্ডগুলির পেছনে কারা রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় এবং হামলাকারীদের ব্যাপারে খুব কম তথ্য রয়েছে।

তবে টিটিপির অনেক সমর্থক এই সব হত্যাকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থাকে দায়ী করছেন।

উদাহরণস্বরূপ, ২০২২ সালের অগাস্টে মি. খোরাসানির মৃত্যুর পরে টিটিপি সমর্থকরা পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থাকে দোষারোপ করেছিল।

তারা টিটিপি'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখ সব পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ করেছিলেন।

টুকরো খবর

মেট্রোরেল, ফ্লাইওভারসহ এত মেগা প্রকল্পের পরেও ঢাকা কেন ধীরগতির শহর

ঢাকা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর হলো বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। সংস্থাটির তালিকায় শীর্ষ ২০ ধীরগতির শহরের মধ্যে আরো আছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, খুলনা এবং কুমিল্লা। অথচ যানজট নিরসন করে শহরকে গতিময় করতে ২০১২ সালের পর থেকে গত এক দশকে সড়ক, সেতু, মেট্রোরেল, উড়ালসড়কসহ নানা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় এক লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই সময়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাংশ এবং মেট্রোরেলের একটি রুটের একাংশ ছাড়াও শহরের মধ্যে ছোট বড়ো অন্তত সাতটি নতুন ফ্লাইওভার নির্মাণ করেছে সরকার। কিন্তু তাতে কোন কোন জায়গায় কমে আসলেও শহরের সার্বিক যানজট অনেক বেড়েছে, এবং কোন কোন জায়গায় ফ্লাইওভারের ওপরেও দীর্ঘ সময়ের যানজট দেখা যাচ্ছে প্রায়শই। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যানজট নিরসনে শহরকে গতিশীল রাখা কিংবা গতিময় করার চিন্তা থেকে এ শহরে কখনো কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বরং নগর কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় ফ্রাঞ্চাইজি ভিত্তিক বাস সার্ভিস চালুর চেষ্টাও কার্যকর করা যায়নি। বুয়েটের অধ্যাপক ও পরিবহন বিশেষজ্ঞ সামছুল হক বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, মানুষকে পর্যাপ্ত গণপরিবহন দেয়ার মতো কৌশলী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মানসিকতাই এখানে নেই। বরং যানজট থেকে গেলে অনেকে খুশী হন কারণ তারা পরের প্রকল্প নিতে পারেন। বুয়েটের আরেকজন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মোঃ হাদীউজ্জামান বলছেন, শহরের যানজট নিয়ে কখনো কার্যকর কোন গবেষণাও করেনি কর্তৃপক্ষ। এখানে একই সড়কে আঠার ধরণের যানবাহন চলছে। গতি আসবে কীভাবে। মূল সড়কগুলোর পাশে নিয়ম নীতি না মেনে বাণিজ্যিক ভবন তৈরি করা হয়েছে। জংশন বা স্টেশনগুলোতে ইন্টারচেঞ্জ বানানোর সুযোগই রাখা হয়নি, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। পৃথিবীর ১৫২টি দেশের দুইশোর বেশি শহরে যান চলাচলের গতি বিশ্লেষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, সবচেয়ে ধীরগতির ২০ শহরের মধ্যে ঢাকার পরেই আছে নাইজেরিয়ার দুটি শহর। যানবাহনের চাপ কম থাকলেও বাংলাদেশের চারটি শহর ধীরগতির শহর হিসেবে ওই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকায় চলাচলের ক্ষেত্রে যে সময় লাগে দ্রুতগতির শহরে সেই একই দূরত্বে চলাচল করতে তিনগুণ কম সময় লাগে। তাছাড়া বাংলাদেশে শহরগুলোর তুলনায় একই আয়তনের অন্য দেশের শহরে জনসংখ্যা ৪০ ভাগ কিন্তু তাদের বড় সড়ক ৪২ শতাংশ বেশি। মূলত এগুলোকেই মার্কিন সংস্থাটি ঢাকাসহ বাংলাদেশের শহরগুলো ধীরগতির হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এদিকে ঢাকার বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডিও বুধবার একটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানীবাসীর প্রতি দুই ঘণ্টার যাত্রাপথের ৪৬ মিনিটই কাটে যানজটে বসে থেকে, যার ফলে অতিরিক্ত সময় নষ্ট হয় এবং কাজে ব্যাঘাত ঘটে। সড়ক মহাসড়ক বিভাগের হিসেব অনুযায়ী গত এক দশকে প্রায় সোয়া এক লাখ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে যোগাযোগের নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু তারপরেও শহরের যানজট পরিস্থিতির অবনতিই ঘটে চলেছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, ২০০৭ সালে ঢাকার সড়কে যানবাহনের গড় গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২১ কিলোমিটার, যা এখন কমে দাঁড়িয়েছে চার দশমিক আট কিলোমিটারে। এরপর ২০২৫ সাল নাগাদ এটি চার কিলোমিটারের নীচে চলে আসতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা। অর্থাৎ গত ১৫ বছরে ঢাকায় যানবাহন চলাচলের গড় গতি কমেছে ঘণ্টায় অন্তত ১৬ কিলোমিটার। অথচ একের পর এক ফ্লাইওভার আর নিত্য নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শহরজুড়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে প্রায় আট থেকে ১০ বছর অধ্যাপক সামছুল হক বলছেন, যানজট নিরসনের জন্য টেকসই পদ্ধতির কথা কখনো চিন্তা করা হয়নি। চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটাই নষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং সমাধানের জন্য যা করা হচ্ছে তা যানবাহনের সংখ্যার তোড়ে ভেসে যাচ্ছে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। এরপর ২০১৫ সালের মে মাসে বাংলাদেশে অ্যাপভিত্তিক রাইডশেয়ারিং পরিসেবা শুরু হয়। মোটরসাইকেলের অন্তর্ভুক্তি রাইড শেয়ারিংকে আরও জনপ্রিয় করেছে। এরপর গত ছয় বছরে ঢাকার রাস্তায় মোটরসাইকেল বেড়েছে প্রায় আট লাখ। বিআরটিএ'র হিসাবে, ২০১০ সালে ঢাকায় বাস মিনিবাসের সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ৩১৩। আর ২০২২ সালের শুরু পর্যন্ত এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ৪৭ হাজার ৪৮৪টিতে। অর্থাৎ সব ধরণের যানবাহনের সংখ্যাই বেড়েছে কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় গণপরিবহনের সঠিক বিন্যাস করা হয়নি। আবার নিম্নমানের বাস মিনিবাস মানুষের উপকারে না এসে বরং যান চলাচলে শৃঙ্খলাকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে গেছে বলেও মনে করেন অনেকে। অধ্যাপক হাদীউজ্জামান বলছেন ঢাকায় বন্যার পানির মতো নতুন যানবাহন নামছে কিন্তু এটি করা হচ্ছে চাহিদা ও সাপ্লাইয়ের মধ্যে কোন সমন্বয় ছাড়াই। অনেক যানবাহনের ইকোনমিক লাইফ শেষ হয়ে গেছে। তারা সড়কে বিশৃঙ্খলতা তৈরি করছে।কিন্তু দেখার কেউ নেই। বরং সবাই ব্যস্ত বড় প্রকল্প নিয়ে, বলছিলেন তিনি। এর মধ্যেই ঢাকায় মেট্রোরেলের একাধিক রুট ও বিআরটির কাজ শুরু বা চলমান রয়েছে। যদিও মেট্রোরেলের উত্তরা মতিঝিল রুটই পরিপূর্ণভাবে আগামী জুনের আগে চালু সম্ভব হয় কিনা তা নিশ্চিত নয়। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত রুট অক্টোবরে উদ্বোধন করা হবে কয়েকটি স্টেশন চালু না করেই। সামছুল হক অবশ্য বলছেন বিলাসী প্রজেক্টগুলো শর্ট টার্ম ভ্যালু এড করে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এগুলো দিয়ে শহরের যানজট নিরসনের ক্ষেত্রে লাভ হয়না। তিনি বলছেন হাতিরঝিলের চক্রাকার বাস সার্ভিস সফল হয়েছে কারণ সেটি মানুষের উপযোগিতা বুঝে মানসম্মত বাস দিয়ে চালু করা হয়েছে এবং সেগুলো নিয়ম মেনে চলাচল করছে। তার মতে বিআরটি, রাজউক, সিটি কর্পোরেশন সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে গণপরিবহন না আনলে শহরকে গতিময় করা অসম্ভব হবে। প্রসঙ্গত , ২০০৫ সালে ঢাকার জন্য বিশ বছরের যে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (এসটিপি) সরকার অনুমোদন করেছিলো সেটি বাস্তবায়ন সময়সীমা ধরা হয়েছিলো ২০২৫ সাল পর্যন্ত। এই পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষায় ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব, যাত্রীদের যানবাহন ব্যবহারের প্রবণতা ও যানজট বিবেচনায় নিয়ে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজি বা বিশেষ পদ্ধতিতে বাস পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৭ বছরের মাথায় এসে তিনটি রুটে ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবস্থা চালু হলেও এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে এখনই প্রশ্ন উঠছে। যদিও সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য নগর পরিবহনকে ঢেলে সাজাতে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন যে কাজ করছে, তাতে ঢাকা থেকে টার্মিনালগুলো শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী গাবতলী টার্মিনাল সরিয়ে হেমায়েতপুরে এবং সায়েদাবাদ টার্মিনালকে সরিয়ে মদনপুরে নেয়ার কাজ চলছে। কিন্তু এগুলোও আসলে শহরের মধ্যে যানজট নিরসনে কী ভূমিকা রাখবে তার কোন গবেষণাভিত্তিক উত্তর কারও জানা নেই। চলতি বছরের দোসরা সেপ্টেম্বর ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাংশ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর তেসরা সেপ্টেম্বর সকাল থেকে যান চলাচলের জন্য কাওলা থেকে শুরু করে ফার্মগেট পর্যন্ত সাড়ে ১১ কিলোমিটারের অংশটুকু খুলে দেয়া হয়। চট্টগ্রামের কুতুবখালী পর্যন্ত পুরো ১৯ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পের মোট খরচ হবে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা। আগামী বছরের জুনে পুরো কাজ শেষ হওয়ার কথা। তবে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শহরের মধ্যে অতিরিক্ত র‍্যাম্পের কারণে এই প্রকল্পটিই শহরের মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় নতুন করে যানজটের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এর আগে চলতি বছরের উনিশে ফেব্রুয়ারি মিরপুর কালশী ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক হাজার ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে দুই দশমিক ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারটির নির্মান করেছে সেনাবাহিনী। এটি মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা, মহাখালী ও রামপুরার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ করেছে বলে কর্তৃপক্ষ বলে আসছে। তবে এক সময় ঢাকার দীর্ঘ ফ্লাইওভার হিসেবে গুলিস্তান যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার) নির্মিত হয়েছিলো প্রাইভেট পাবলিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। গুলিস্তান থেকে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত ১১ দশমিক ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারটি ২০১৩ সালে উদ্বোধন করা হয়েছিলো এবং এটি নির্মাণে তখন ব্যয় হয়েছিলো দুই হাজার একশ কোটি টাকার মতো। ফ্লাইওভারটি চালুর পর ওই এলাকায় যান চলাচলে কিছুটা স্বস্তির বাতার এসেছিলো। কিন্তু পরে ফ্লাইওভারের নীচের সড়কের অনেক জায়গায় যান চলাচল বন্ধ করে দেয়াসহ নানা কারণে এখন ফ্লাইওভারটির ওপরেই দীর্ঘ যানজট নিয়মিত ঘটনা। বিশেষ করে পদ্মা সেতু চালুর পর যানবাহনের পরিমাণ আরও বেড়ে যাওয়ায় ফ্লাইওভারটির উপরে ও নীচে তীব্র যানজট এখন প্রাত্যহিক ঘটনা। এরপর ২০১৭ সালের অক্টোবরে মগবাজার মৌচাক মালিবাগ ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ছয় বছরের দুর্ভোগ আর বিড়ম্বনার পর এটি উদ্বোধনের পর স্বস্তি এসেছিলো ওই এলাকার মানুষের মধ্যে। কিন্তু স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্মান করা এ ফ্লাইওভার থেকে নামার পরই শান্তিনগরের কাকরাইল আরামবাগ কমলাপুর পুরো এলাকায় প্রতিদিন দেখা যায় অসহনীয় যানজট। এদিকে নীচে মৌচাক থেকে বাংলামোটর পর্যন্তও যানজট লেগেই আছে। প্রায় দুশো কোটি টাকা ব্যয়ে সেনাবাহিনীর নির্মান করা প্রায় দুই কিলোমিটারের মিরপুর ফ্লাইওভারটি উদ্বোধন করা হয়েছিলো ২০১৩ সালের মার্চে। এর মাধ্যমে মিরপুর থেকে বিমানবন্দর সড়কে স্বল্প সময়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এর আগে মিরপুর থেকে বিমানবন্দর সড়কের দিকে যেতে হলে বিজয় সরণি মহাখালী হয়ে যেতে হতো। তবে এখন লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো এই ফ্লাইওভার ছাড়াও আগারগাঁও থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত বিকল্প সড়ক নির্মানের পরেও বেড়েই চলেছে বিজয় সরণির যানজট। প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে এই সড়কে যানজটে আটকে থাকতে হচ্ছে মানুষকে। র‍্যাংগস ভবন ভেঙ্গে সেখান দিয়ে ১১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এক কিলোমিটারেরও কম দৈর্ঘ্যের বিজয় সরণি ফ্লাইওভার করা হয়েছিলো ২০০৭ সালের পর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়। চার লুপের কুড়িল ফ্লাইওভারটি তিন দশমিক এক কিলোমিটার দীর্ঘ। তিনশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ ফ্লাইওভারের নির্মান শেষ হয়েছিলো ২০১৩ সালের অগাস্টে। ঢাকার কার্যকর ফ্লাইওভারগুলোর মধ্যে এটি একটি। তবে এ ফ্লাইভার থেকে নেমে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে দিয়ে বাড্ডা রামপুরা হয়ে মালিবাগ পর্যন্ত সড়কটিতে গত কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে ভয়াবহ যানজট। ঢাকায় ফ্লাইওভার সংস্কৃতির শুরু হয়েছিলো মহাখালী রেলগেইট এলাকায় নির্মিত ফ্লাইওভারের মাধ্যমে। পরে খিলগাঁও ফ্লাইওভার নির্মাণ হলে শাজাহানপুর খিলগাঁও অঞ্চলটিতে কিছুটা স্বস্তি ছিলো কয়েক বছর। এরপর আবার পুরো নগরী জুড়ে যানজট ভয়াবহ আকার নিতে থাকলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করে বড় বড় ফ্লাইওভার নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। কিন্তু এসব ফ্লাইওভার কিছু কিছু পয়েন্টে যানজট কমালেও শহরজুড়ে যানজটের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার অবসান কবে কীভাবে হবে তা কারও জানা নেই।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি সোমবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
02:10:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি পেলেন না খালেদা জিয়া, সিদ্ধান্তকে 'মানবতাবিরোধী' বলছে বিএনপি

ঢাকা : বাংলাদেশে বিরোধী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে স্থায়ী মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দেয়ার জন্য তার পরিবারের পক্ষ থেকে করা আবেদনে নেতিবাচক মতামত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। এর ফলে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হলে মিসেস জিয়াকে জেলে ফেরত গিয়ে নতুন করে আবেদন করতে হবে। তবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন ফৌজদারি কার্যধারার ৪০১ এর একটি উপধারা অনুযায়ী দুটি শর্তে তাকে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়ার যে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো সে আদেশও তারা বাতিল করবেন না। ফলে সরকারের যে নির্বাহী আদেশে মিসেস জিয়া শর্তসাপেক্ষে বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন সেই আদেশ বাতিল না করলে তার আপাতত জেলেও ফেরত যাওয়ার সুযোগ নেই। বিএনপি আইন মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, আইন মন্ত্রণালয়ের এই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত মানবতাবিরোধী ও বর্বর ইচ্ছে পূরণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। জনগণ এটা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি পূর্ব পরিকল্পিত ও গভীর নীলনকশার অংশ। এ অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

এলিয়েন খুঁজে পাওয়া 'সময়ের ব্যাপার মাত্র' কেন বলছেন বিজ্ঞানীরা?

কলকাতা (এজেন্সী) : মহাবিশ্বে অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, অনেক বিজ্ঞানী এখন আর সে প্রশ্ন করেন না। বরং তাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কবে সেই প্রাণের খোঁজ মিলবে? বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ আশাবাদী যে, আমাদের জীবদ্দশায়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই হয়ত দূরের কোন গ্রহে জীবনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

বৃহস্পতি গ্রহে মিশন পরিচালনা করছেন, এমন একজন বিজ্ঞানী আরও একধাপ এগিয়ে বলছেন, বরফে ঢাকা এই গ্রহে কোন প্রাণ না থাকলে সেটাও হবে অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।

নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ সম্প্রতি সৌরজগতের বাইরের একটি গ্রহে জীবন থাকা সম্পর্কে ইঙ্গিত শনাক্ত করেছে। সেখানে পৃথিবীর মতো আরও অনেক গ্রহ রয়েছে বলে নাসা ধারণা করছে।

পৃথিবীর বাইরে প্রাণের খোঁজ পাওয়া হবে সর্বকালের সর্ববৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সেজন্য এর মধ্যেই বেশ কিছু মিশন শুরু হয়েছে বা শুরু হতে যাচ্ছে।

স্কটল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাথরিন থেইম্যানস বলেন, অসীম নক্ষত্র এবং গ্রহের একটি মহাবিশ্বে আমরা বসবাস করি। সেখানে অবশ্যই আমরাই শুধু একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী হতে পারি না।

এই মহাবিশ্বে আমরাই একা আছি কিনা, সে প্রশ্নে উত্তর খোঁজার মতো প্রযুক্তি এবং ক্ষমতা এখন আমাদের আছে, তিনি বলেন।

'গোল্ডিলক্স জোন'

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে টেলিস্কোপগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলো এখন দূরের নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করতে পারে। পৃথিবীর মতো জীবিত প্রাণী দ্বারা উৎপাদিত হয়, এমন রাসায়নিকের সন্ধান করতে পারে।

এ মাসের শুরুর দিকে সেখানে বড় ধরনের একটি আবিষ্কার হয়, ১২০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কে২-১৮বি নামের একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে এমন গ্যাস শনাক্ত করা হয়, যা পৃথিবীতে সামুদ্রিক জীব দ্বারা উৎপাদন হয়ে থাকে।

এই গ্রহটিকে বিজ্ঞানীরা ডাকেন 'গোল্ডিলক্স জোন' নামে।

যে নক্ষত্রকে ঘিরে ওই গ্রহ ঘুরছে, তার থেকে এমন দূরত্বে সেটি রয়েছে, যাতে সেটির ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা খুব বেশি গরম বা খুব বেশি ঠাণ্ডা হয় না। সেখানে তরল জল থাকার জন্যও সঠিক তাপমাত্রা রয়েছে, যা জীবন থাকার জন্য অপরিহার্য।

বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষজ্ঞ দল আশা করছে, আগামী এক বছরের মধ্যেই তারা জানতে পারবেন যে, আগ্রহ উদ্দীপক এসব ইঙ্গিত সেখানে আসলেই জীবন থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করছে কিনা।

যিনি এই গবেষণার নেতৃত্ব দিচ্ছেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক নিক্ক মধুসূদন বিবিসিকে বলেছেন, এসব ইঙ্গিত যদি সত্যি বলে নিশ্চিত করা যায়, তাহলে তা 'জীবনের সন্ধান সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনাকে আমূল বদলে দেবে।'

যদি আমরা এই গ্রহে জীবনের চিহ্ন খুঁজে পাই, তাহলে এই সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে যে, মহাবিশ্বে এরকম আরও জীবন থাকতে পারে।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, পাঁচ বছরের মধ্যে মহাবিশ্বের জীবন সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়ার 'একটি বড় পরিবর্তন' হবে।

কিন্তু যদি এই গ্রহের জীবনের খোঁজ পাওয়া না যায়, তাহলে বিজ্ঞানীদের এই দলের তালিকায় আরও ১০টি গোল্ডিলক্স গ্রহ রয়েছে, যেগুলো নিয়ে তারা গবেষণা করবেন।

এরপরেও আরও কিছু গ্রহের তালিকা রয়েছে তাদের কাছে।

মহাবিশ্বে জীবনের সন্ধানে যেসব গবেষণা চলছে, তার এই প্রকল্প সেগুলোর মধ্যে একটি মাত্র।

অন্য প্রকল্পগুলোর কিছু কিছু সৌরজগতের অন্য গ্রহগুলোয় প্রাণের সন্ধান করছে। আবার কিছু প্রকল্পে নজর দেয়া হচ্ছে মহাকাশের আরও গভীরে।

নাসা ২০৩০ সাল নাগাদ 'হ্যাবিটেবল ওয়ার্ল্ডস অবজারভেটরি (এইচডব্লিউও) বা বাসযোগ্য গ্রহ খুঁজে বের করার একটি অনুসন্ধান কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা করছে।

সেখানে উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীর মতো গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডল চিহ্নিত করতে এবং পর্যালোচনা করতে সক্ষম হবে।

এই দশকের শেষের দিকে আসছে বিশাল বড় টেলিস্কোপ (এক্সট্রিমলি লার্জ টেলিস্কোপ ইএলটি)।

চিলির মরুভূমি থেকে সেটা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

অন্য টেলিস্কোপগুলোর তুলনায় সেটিতে বড় আকারের আয়না থাকবে, ফলে সেটি গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডল আরও ভালোভাবে দেখতে পারবে।

এগুলো এতই অবিশ্বাস্য শক্তিশালী যে, শত শত আলোকবর্ষ দূরের একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডল থেকে আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ শনাক্ত করতে পারে।

সৌরজগতে কি প্রাণ আছে?

যখন অনেক বিজ্ঞানী দূরের গ্রহগুলোয় প্রাণ খুঁজছেন, তখন বিজ্ঞানীদের আরেকটি দল জীবন খুঁজছে সৌরজগতের গ্রহগুলোয়।

জীবনের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একটি জায়গা হতে পারে বৃহস্পতির বরফে ঢাকা চাঁদ, ইউরোপা।

এটি একটি সুন্দর উপগ্রহ যার পৃষ্ঠে ফাটল রয়েছে যা দেখতে অনেকটা বাঘের ডোরাকাটার মতো।

ইউরোপার বরফের পৃষ্ঠের নীচে একটি মহাসাগর রয়েছে, যেখান থেকে জলীয় বাষ্পের বরফ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

নাসার ক্লিপার এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বা ইএসএর জুপিটার আইসি মুনস এক্সপ্লোরার (জুস) মিশন উভয়ই ২০৩০ এর দশকের প্রথম দিকে সেখানে পৌঁছাবে।

শনির একটি চাঁদে অবতরণ করার জন্য ড্রাগনফ্লাই নামে একটি মহাকাশযানও পাঠাচ্ছে নাসা।

সেখানে কার্বন সমৃদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ থেকে তৈরি হ্রদ এবং মেঘ রয়েছে, যা উপগ্রহটিকে একটি কমলা রঙের কুয়াশার আবরণ তৈরি করেছে।

জলের পাশাপাশি এসব রাসায়নিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বলে ধারণা করা হয়।

মঙ্গল গ্রহে জীবিত প্রাণী নেই বলেই এখন মনে করা হচ্ছে।

তবে জ্যোতির্জীববিদরা মনে করেন, এই গ্রহের একসময় ঘন বায়ুমণ্ডল এবং মহাসাগর ছিল, যা জীবন ধারণের জন্য সহায়তা করে।

বর্তমানে সেখানে নাসার রোভার যান একটি গর্ত থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে, যা একসময় একটি প্রাচীন নদীর বদ্বীপ ছিল।

এরপর ২০৩০ সালের দিকে এসব নমুনা পৃথিবীতে নিয়ে আসার পর সেগুলো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা আরও পরিষ্কার ধারণা পাবেন।

ভিনগ্রহের প্রাণীরা কি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে? অনেক বিজ্ঞানী এই ধারণাকে সায়েন্স ফিকশন বা বিজ্ঞান কল্পকাহিনী বলে মনে করলেও ভিনগ্রহ থেকে রেডিও সিগন্যাল আসছে কিনা, তা নিয়ে বহু বছর ধরেই গবেষণা চলছে।

সার্চ ফর এক্সটা টেরেস্ট্রিয়াল ইয়েটেলিজেন্স (Seti) ছাড়াও আরও অনেক প্রতিষ্ঠান এই গবেষণা করছে।

যদিও বিশাল মহাবিশ্ব জুড়ে এলোমেলোভাবে চালানো এসব অনুসন্ধানে এখনো কোন সম্মিলিত ফলাফল আসেনি, কিন্তু অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত হলে তারা তখন সেদিকে অনুসন্ধানের জন্য গুরুত্ব দিতে পারবে।

ত্রিশ বছর আগেও অন্য নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে, এমন কোন গ্রহ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমাণ ছিল না।

কিন্তু এখন এরকম পাঁচ হাজারের বেশি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা নিয়ে গবেষণা করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

কেটি২-১৮বি গবেষণা দলের একজন সদস্য কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির শুভজিৎ সরকার মনে করেন, সমস্ত উপাদানগুলো একটি আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে।

যদি আমরা জীবনের লক্ষণ খুঁজে পাই, তাহলে সেটি বিজ্ঞানের জন্য বিশাল এক বিপ্লব হবে। তার ফলে মানবজাতির নিজের এবং মহাবিশ্বে তার অবস্থানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশাল একটি পরিবর্তন এনে দেবে, তিনি বলেন।

মণিপুরের মর্গে পড়ে আছে বেওয়ারিশ মৃতদেহ : মানুষ কেন শনাক্ত করছে না?

মনিপুর : মনিপুরে জাতিগত দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর থেকে রাজ্যের তিনটি বড় হাসপাতালের মর্গে ৯৬টি মৃতদেহ পড়ে আছে, যার জন্য এখনও কেউ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ভয়ে লোকজন হাসপাতাল থেকে স্বজনদের মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছেন না।

এই পরিস্থিতিতে এখন সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গঠিত প্রাক্তন বিচারপতিদের একটি কমিটি রাজ্য সরকারকে মৃতদের একটি তালিকা প্রকাশ্যে প্রকাশ করার পরামর্শ দিয়েছে, যাতে মৃতদের সনাক্ত করা যায় এবং মৃতদেহগুলি তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা যায়।

তাতেও যদি কোনও মৃতদেহের কোনও দাবিদার না এগিয়ে আসেন, তাহলে সসম্মানে অন্তিম সংস্কার করে দেওয়া হোক।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মণিপুরে জাতিগত সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ১৭৫ জন নিহত হয়েছেন এবং অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। মণিপুর রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই এবং কুকি উপজাতিদের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গা বেধেছে। এই গোষ্ঠী দুটি রাজ্যের দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে। দাঙ্গার পর এখন পরিস্থিতি এমন যে, এক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীর ভূখণ্ডে যেতে পারে না।

তিনি বলেন, অত্যন্ত সংবেদনশীল পরিস্থিতির কারণে হাসপাতালগুলো এখনো ওই সব দেহগুলির ছবি ও সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করেনি। কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বাহিনী চেষ্টা করছে যাতে নিহতদের পরিবার গিয়ে মৃতদেহগুলো অন্তত শনাক্ত করতে পারে, যাতে তাদের সৎকার করা যায়, কিন্তু তাও সম্ভব হচ্ছে না। মি. সিং বলেন, গত কয়েকদিনে এখানে গুলি বর্ষণের ঘটনা কমেছে, যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমেছে।

তবে সমস্যা হচ্ছে, উভয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও ঘৃণার ব্যবধান এতটাই গভীর হয়ে উঠেছে যে তা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে। নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর দুই গোষ্ঠীরই আস্থা কমে যাওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠছে। তাঁর মতে, মেইতেই গোষ্ঠীর লোকেরা সেনাবাহিনী এবং আসাম রাইফেলসের যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁদের অভিযোগ, তাঁরা কোনও রকম সাহায্য করেন না, অন্যদিকে কুকি গোষ্ঠী রাজ্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে মেইতেই গোষ্ঠীর সমর্থক বলে তাঁদের এলাকায় ঢুকতে দেয় না। পারস্পরিক বিশ্বাস ভেঙে যাওয়াই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইনডিজেনাস ট্রাইবাল লিডারস ফোরামের সেক্রেটারি মাওয়ান

সমগ্র মণিপুর রাজ্য জাতিগত ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেছে। সহিংসতার ঘটনা এখনও ঘটছে।

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের সিনিয়র সাংবাদিক ওয়াহেংবাম টেকেন্দর সিং বিবিসিকে বলেন, জাতিগত সহিংসতায় নিহত ৯৬ জনের মরদেহ ইম্ফলের দুটি হাসপাতালে রাখা হয়েছে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস, জওহরলাল নেহেরু ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস এবং চুড়াচাঁদপুরের রিজিওনাল মেডিকেল কলেজ।

ইম্ফল উপত্যকায় মেইতেই গোষ্ঠীর আধিপত্য রয়েছে এবং এখানকার দুটি হাসপাতালে রাখা মৃতদেহগুলি কুকি নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। চুড়াচাঁদপুরের জেলা মেডিকেল হাসপাতালে যে মৃতদেহগুলি রাখা হয়েছে তার মধ্যে কুকি এবং মেইতেই উভয় গোষ্ঠীরই দেহ রয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কুকিদের মৃতদেহের সংখ্যা বেশি। সমস্যা হল দাঙ্গার পরে কুকিরা মেইতেইর এলাকায় যেতে পারে না এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের লোকেরা কুকিদের এলাকায় যেতে পারে না। আইন অনুযায়ী, নিহতদের পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে হাসপাতাল মর্গে গিয়ে দেহ শনাক্ত করতে হয় এবং পরিবারের সদস্যরা একে অন্য জাতির অঞ্চলে যেতে না পারায় কয়েক মাস ধরে এসব দেহ শনাক্তকরণ ছাড়াই এখানে রাখা হয়েছে, বলছিলেন মি. সিং।

তেভেম্বেং বিবিসিকে বলেন, ইম্ফল উপত্যকায় গিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করা অসম্ভব, কারণ এটি মৃত্যুর উপত্যকার মতো। নিহতদের পরিবার তো সেখানে যেতে পারছেনই না, এমনকি আমাদের বিধানসভা সদস্যকেও সেখানে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল। তার কথায়, বেশিরভাগ মৃতদেহ ছবি বা ফোনের মাধ্যমে শনাক্ত করা হলেও বৈধ কাগজপত্র জমা না দিতে পারায় কর্তৃপক্ষ নিহতদের মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করছে না। তিনি জানান, এসব মৃতদেহ ছাড়াও ৪১ জন কুকি এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। অনেক মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সেগুলি শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নিহতদের নাম, বয়স ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে বিবিসিকে একটি তালিকা পাঠিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই গোষ্ঠী ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের অভিযোগের সমাধান করলেই পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। এখনও অস্থায়ী শিবিরগুলিতে ৪১ হাজার কুকি বসবাস করছেন। এমন পরিস্থিতি রয়েছে যা কয়েক দিনে স্বাভাবিক করা যাবে না। পরিস্থিতি নির্ভর করছে সরকারের অভিপ্রায়ের ওপর, বলছিলেন মি. তেভেম্বং।

সুপ্রিম কোর্ট গত মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তলের নেতৃত্বে হাইকোর্টের তিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির একটি কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটির কাজ মণিপুরে জাতিগত সহিংসতার মানবিক দিকগুলিতে সহায়তা করা।

কমিটি একটি রিপোর্টে সুপারিশ করেছে যে রাজ্য সরকারকে পাঁচ মাস ধরে চলা সহিংসতায় নিহতদের একটি তালিকা প্রকাশ করতে হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহতদের পরিবারকে চিহ্নিত করতে হবে যাতে তাদের পরিবারকে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়।

কমিটি বলেছে, যদি এই প্রচেষ্টা সফল না হয়, তাহলে জেলা কালেক্টরের উচিত উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে মৃতদেহগুলি সৎকার করা।

সাংবাদিক ওয়াহেংবাম টেকেন্দর সিং বলেন, অজ্ঞাত পরিচয়ের মৃতদেহ সৎকার করা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। এই পর্যায়ে, আমরা জানি না সরকার যদি এমন ঘোষণা দেয় তবে জনগণ কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

মণিপুর বর্তমানে উত্তেজনা আর সহিংসতার ভয়ে ডুবে রয়েছে। এখানে আবারও কয়েক দিনের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ অস্থায়ী শিবিরে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে বসবাস করছে এবং স্বাভাবিক জীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত। কতদিন পরিস্থিতি এরকম থাকবে সে বিষয়ে এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনসহ যেসব যুদ্ধাস্ত্র যোগ হয়েছে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীতে

ঢাকা (এজেন্সী) : বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে গত পাঁচ বছরে ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেম ও মানববিহীন ড্রোনসহ অন্তত ২৩ ধরনের নতুন আধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধ সরঞ্জাম সংযোজন করা হয়েছে । জাতীয় সংসদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের দেয়ার এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। চীন ও তুরস্কসহ ১২টি দেশ থেকে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ এসব যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করেছে। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর জন্য ১১ ধরণের, নৌবাহিনীর জন্য আট এবং বিমান বাহিনীর জন্য চার ধরণের যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.)সুবিদ আলী ভুঁইয়া বলেছেন, 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' এর আওতায় সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকায়নের যে উদ্যোগ নিয়েছে তার অংশ হিসেবে এসব যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করা হয়েছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যেন যে কোন সময় যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে সেজন্যই প্রধানমন্ত্রী ফোর্সেস গোল ২০৩০ নির্ধারণ করেছেন। বিবেচনা করতে হবে যে যুদ্ধ আমরা করব না, কিন্তু তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলে যাতে করে দেশের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত হয় সেজন্য যা যা দরকার তাই করা হচ্ছে, বলছিলেন মি. ভুঁইয়া।

কমিটির ওই বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে নতুন যুদ্ধাস্ত্রের বিষয়ে প্রতিবেদন দেয়া হলেও এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়নি। এসব অস্ত্র ক্রয়ে কত টাকা ব্যয় হয়েছে কিংবা যে ১২টি দেশ থেকে কেনা হয়েছে তাদের কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে তা নিয়ে কোন সদস্য কোন প্রশ্ন করেননি। সামরিক বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আলী শিকদার বলছেন, সামরিক উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর যথাযথ প্রক্রিয়া আছে এবং তারা নিয়মকানুন অনুসরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে এসব ক্রয় করে । যেগুলো আনা হয়েছে এগুলো দরকার ছিল সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে, যা সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরোধক সক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিবে, বলছিলেন মি. শিকদার। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিবেদন অনুযায়ী সেনাবাহিনীর জন্য সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম আনা হয়েছে চীন থেকে। মোহাম্মদ আলী শিকদারের মতে এর ফলে ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের পরিচিতি ঘটলো বাংলাদেশের।